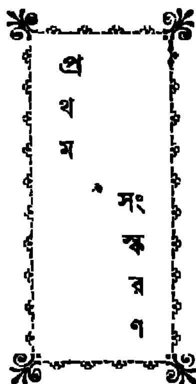
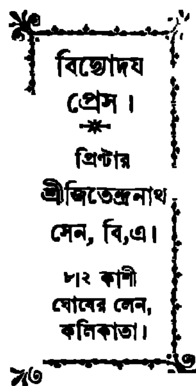
সতীরাণী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।


প্রথম সংস্করণ


বিদ্যোদয
প্রেস।
প্রিণ্টার
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ
সেন, বি,এ।
৮।২ কাশী
ঘোষের লেন,
কলিকাতা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

সতীরাণী



প্রাপ্তিস্থান—

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য ১৲

আধুনিক সমাজের বিচিত্র চিত্র—নূতন সামাজিক উপন্যাস

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত—

যুগের আলো

(যন্ত্রস্থ)

কে

উপহার প্রদত্ত হইল

শ্রী

৮।১ নং নন্দলাল মল্লিকের সেকেণ্ড লেন
হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
২৭শে শ্রাবণ ১৩২৫।



আমার এ

"সতীরাণী" জড়িয়ে দিলুম "ইন্দুরাণীর" সনে।

এ জীবনটা বদলে গেছে যাহার আগমনে॥

সতী-রাণী



প্রথম পরিচ্ছেদ

দীনু ঘোষেরা যে এক সময় বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিল এ কথা হলপ করিয়া বলা যাইতে পারে—তাহার পিতামহ প্রপিতামহের আমলে তাহাদের বাটীতে দোল দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই নাই,—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। আছে কেবল তাহারই একটা ক্ষীণ স্মৃতির সহিত পর্ব্বত প্রমান বংশ গর্ব্ব। একদল উঠে অপর দল পড়ে এই ভাবেই প্রকৃতির নৃত্য পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। কালের তরঙ্গে পড়িয়া তাল পুকুরের তালগাছ কয়টাই বজায় থাকে,—পুকুরে বড় একটা ঘটী ডুবিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। দীনবন্ধুরও অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিবার মত তাহাদের বংশে অনেক জিনিষই ছিল,—কিন্তু সাংসারিক লাভের হিসাবে আর বড় একটা থাকিবার মত কোন জিনিষই ছিল না। তাহাদের জীর্ণ শীর্ণ প্রকাণ্ড চক্‌মিলান অট্টালিকাখানি ভূমিচুম্বন আরম্ভ করিয়াছিল বটে কিন্তু পড়িয়া পড়িয়াও সেটা এখনও একেবারে ভূমিস্মাৎ হয় নাই।

ঠাকুরদালানের ছাদটার কোন চিহ্ন ছিল না কিন্তু আসে পাশের প্রাচীরগুলি এখন পর্য্যন্ত মিসর দেশীয় পিরামিডের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দীনবন্ধু তাহাদের সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার যে অংশটায় বাস করিতেছিল সেটা জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন হইলেও তখনও অবধি একেবারে বাসেব অনুপযুক্ত হয় নাই। সেই বিরাট ধ্বংসের ভিতর কতকটা স্থান একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের মত দিন রাত্র অভাব ও দৈন্যের জাঁতায় পেশিত হইয়া পত্নী ও কন্যাটীকে লইয়া দীনবন্ধু দিন কাটাইতেছিল। তাহাদের অত বড বংশটা এখন একেবারে কংসের মত ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতে ছিল।

ভোরের হাওয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে,—পাখীদের ভোরাই গান তখনও একেবারে বন্ধ হয় নাই,—সূর্য্যি ঠাকুরের কড়া রংএর প্রতিবিম্ব পড়িয়া পূর্ব্বদিক ক্রমেই লালে লাল হইয়া উঠিতেছে। দীনবন্ধু বাটীর বাহির মহলের একটা ধ্বংস স্তূপের উপর বসিয়া থেলো হুকায় মৃদু মন্দ টান দিতেছিল,—আর মনে মনে আজ বাদে কাল কন্যার গাত্রহরিদ্রা তাহারই ভাল মন্দ অনেক কথাই চিন্তা করিতেছিল। এই কন্যাটী তাহার অনেক সাধনার সামগ্রী,—"সতীমায়ের" দোর ধরা। তাহার পত্নী বহুকাল পুত্র

কন্যা হইতে বঞ্চিত ছিল। অনেক ঔষুধ-পালা, মাদুলি কবচ ধারণের পর শেষ "সতীমায়ের" দোর ধরিয়া এই কন্যাটী লাভ করিয়াছে। ঐই কন্যাটী যখন প্রথম জন্ম গ্রহণ করে তখন স্বামী স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা ছিল না,—কিন্তু সে আনন্দ তাহাদের অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। কন্যা বড হইবার সঙ্গে সঙ্গে কন্যার বিবাহ চিন্তাটা বিকট রাক্ষসীর মত সে আনন্দের সবটুকু যেন এক নিশ্বাসে একেবারে শুসিয়া ফেলিল। বাঙ্গালীব কন্যার বিবাহ সেতো সহজ কথা নহে, —সে কথা মনে হইলেই পিতা মাতার বুকের রক্ত শুকাইয়া কাট হইয়া দাঁড়ায়,—মুখে আর অন্ন জল উঠিতে চায় না। কন্যার বিবাহ আজ কাল সেতো একটা উৎকট বিভীষিকা। দীনবন্ধু আজ ঠিক দুই বৎসর হইতে কন্যাটীর বিবাহের জন্য একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে ছিল কিন্তু কিছুতেই আর সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতে ছিল না। পাত্র মেলে তো পণে মেলে না,—পণে মেলে তো পাত্র একেবারেই অপাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এই ভাবেই কন্যাদায়ের বোঝাটার গুরুত্ব বাড়াইয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া, আসিয়াছে,—এদিকে কন্যাও দ্বাদশ হইতে ক্রমে চতুর্দ্দশ বর্ষে আসিয়া পদার্পণ করিয়াছে। কন্যার পিতা এ অবস্থায় আর কেমন করিয়া স্থির থাকে? দীনবন্ধু একেবারে অস্থির হইয়া

উঠিল। ভাল মন্দ বিবেচনার শক্তিটুকুও আর তাহার রহিল না,—সে তাহার যৎসামান্য যাহা কিছু জোতজমা ছিল সমস্ত বন্ধক দিয়া সাত শত টাকা যোগাড় করিয়া ফেলিল ও তাহাদেরই গ্রামের নিকটবর্ত্তী অপর এক গ্রামের একটী ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিল। ছেলেটী বিশেষ কিছু করে না,—গ্রামের স্কুলে কিছু দিন পড়িয়াছিল মাত্র,—বাপের কিছু জোতজমা আছে। দুই শত টাকা নগদ ও পাঁচশত টাকার গহনা দিবার কড়ারে এই পাত্রটীরই সহিত দীনবন্ধু তাহার কন্যার বিবাহ পাকাপাকি করিয়া ফেলিল।

ভোরের হাওয়ায় তামাকের ধোঁয়ায় দীনুর চিন্তাটা বেশ একটু জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, ঠিক্ সেই সময় পিতাম্বর গলদঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়াই দীনবন্ধু সদরের দিকে চাহিয়াছিল। পিতাম্বরের গলদ্‌ঘর্ম্ম মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দীনবন্ধুর সমস্ত বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে তাহার যেন সাহসে কুলাইল না,—সে কেবল একটা ব্যাকুল দৃষ্টি লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। পিতাম্বর দীনবন্ধুর নিকটে আসিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "খুড়ো এদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত,—তোমার

অদৃষ্টটা দেখছি নিতান্তই মন্দ। বরের বাপ বিগড়ে বসেছে,—বুঝি এ পাত্রও ফস্‌কে যায়।"

এ পাত্রও ফস্‌কাইয়া যায় সে কি কথা? দীনবন্ধুর হাতে পায়ে যেন খীল লাগিবার মত হইল। হস্তমুষ্টি শিথীল হইয়া পড়ায়,—হুকাটা হাত হইতে খসিয়া ভূমির উপর পড়িয়া গেল,—সঙ্গে সঙ্গে কলিকা ভাঙ্গিয়া চারিদিকে আগুন ছিট্‌কাইয়া ছড়াইয়া পড়িল। সে কিছুক্ষণ কেমন যেন একটা হতাশ দৃষ্টিতে পিতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার পর আপনা হইতেই অতি মৃদুভাবে একটা ক্ষীণ স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, "সে কি কথা? ফস্‌কে যায় বল কি হে? বরের বাপ আবার বিগ্‌ড়েছে,—সর্ব্বনাশ।"

পিতাম্বরই এই সম্বন্ধের ঘটক। সে মুখখানা একবার সিটকাইয়া বলিল,—"সর্ব্বনাশ যে, সে কথার কোন ভুলই নেই, কিন্তু বিগড়লো যে কেন, সে কেবল বলতে পারেন জনার্দ্দন। আজ কালকার বরের বাপদের গতিক বোঝাই ভার। তাদের কি আর কথাবার্ত্তার কোন ঠিক ঠিকানা আছে। তিনি এইমাত্র খবর পাঠিয়েছেন যে, পাঁচশো টাকা নগদ আর পাঁচশো টাকার গহনার কম তিনি তার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। যদি ছশোর জায়গায় পাঁচশো দিতে পারো তবেই তোমার মেয়ের সঙ্গে ও

পাত্রের বিয়ে হয়, নইলে আর বিয়ের কোন আশা নেই। পাত্রটী ভালো, যদি যোগাড় কর্ত্তে পার দেখ,—নইলে আবার অন্য পাত্রের চেষ্টা কর্ত্তে হবে। পাত্রের বাজার একেবারে আগুন। কাজেই পাত্রের বাপের সকল আব্দারই সহ্য কর্ত্তে হয়।"

পিতাম্বর তো পরিস্কার বলিয়া গেল পাত্রের পিতার সকল আব্দারই সহ্য করিতে হয় কিন্তু অবস্থার সংকুলান হওয়া চাইতো। সে যে কষ্টে ও যে উপায়ে এই সাতশোটা টাকা সংগ্রহ করিয়াছে তাহা কেবল জানেন অন্তর্য্যামী। তিন শত টাকা সে তো অনেক দূরের কথা,—ইহার উপর আর একটী পয়সাও সংগ্রহ করা যে তাহার এক্ষণে সম্ভব নহে। পিতাম্বরের কথায় দীনবন্ধুর মাথার উপর যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সে চক্ষে অন্ধকার দেখিল, অতি করুণ স্বরে বলিল,—"পিতাম্বর তুমি তো আমার আগাগোড়া সবই জান। কি করে যে এই সাতশো টাকা জোগাড় করেছি সে কেবল ভগবানই জানেন। এর ওপর আর একটা আদ্‌লাও আমার সংগ্রহ করবার ক্ষমতা নেই। অথচ মেয়ের বিয়ে না দিলেও নয়,—মেয়ে তের ছেড়ে চোদ্দোয় পা দিয়েছে। না আর জাত ধর্ম্ম রইলো না। পিতাম্বর সবই অদৃষ্টে করে।"

পিতাম্বরের কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল—সে তাহার অঙ্গের চাদরখানায় কপালের ঘামটা মুছিতে মুছিতে বলিল, "খুড়ো আমার অপরাধ কি বলো,—আমিতো সব ঠিকঠাক করে ফেলেছিলুম,—বরের বাপ যে শেষ সময়ে এমন বেয়াড়া গাইবে তা কি করে জানবো বল। তবে কথাটা হচ্ছে কি জান খুড়ো,—তোমার মেয়ের যা বয়স তাতে তাকে আর এক দিনও ঘরে রাখা চলে না। আগেকার মত দেশের সমাজ বন্ধন থাক্‌লে কোন কালে তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ হ'তো। কিন্তু তা ব'লে তো একটা সীমাও আছে। আমার মতে যেমন করে হোক্ আর তিনশো টাকা জোগাড় করে মেয়েটাকে আগে পার করে দেওয়া উচিত। মেয়ে বড হয়েছে,--নিন্দুকের তো আর মুখ চাপা দিতে পার্ব্বে না। দশজনে দশ কথা বলতে কতক্ষণ। তখন মুখ দেখাবে কেমন ক'রে? যখন সাতশো টাকা জোগাড় কর্ত্তে পেরেছ তখন আর এ তিনশো টাকাও জোগাড করে ফেল। পাত্রের বাজার তো দু'বছর থেকে দেখছ। এ পাত্র ফস্‌কে গেলে মেয়ের বিয়ে দেওয়া এরপর দায় হয়ে দাঁড়াবে।"

পিতাম্বর যাহা বলিল তাহা যে মিথ্যা নহে দীনবন্ধু তাহা মনে মনে বেশ বুঝিল। আজ দুই বৎসর ধরিয়া সে তাহার

কন্যার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতেছে, পাত্রের বাজার যে কি তাহা তাহার জানিতে আর কিছুই বাকি নাই। এ পাত্র ফস্‌কাইলে সত্যই কন্যার বিবাহ হওয়া দায় হইয়া পড়িবে,—কিন্তু তিনশত টাকা জোগাড করে কি উপায়ে? সে তাহার যে সামান্য জোতজমা বন্ধন রাখিয়াছে তাহার মূল্য বড় জোর পাঁচ ছয় শত টাকা হইতে পারে। সে পাঁচ সাত দিন পায়ে হাতে ধরিয়া কান্নাকাটী করায় গ্রামের জমিদার কেবল-মাত্র অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে সাতশত টাকা দিয়াছেন। আজ কালের বাজারে সেই অনুগ্রহটুকুই বা কয়জনা করিয়া থাকে। ইহার উপর আরো তিন শত টাকা চাওয়াও সম্ভব নয়,—পাওয়াও সম্ভব নয়। দীনবন্ধু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পিতাম্বর তোমার কথা যে মিথ্যে নয় তা বাবা সবই বুঝ্‌ছি কিন্তু বুঝে আর কিছু করবার আমার কোনই ক্ষমতা নেই। কে আমায় তিনশো টাকা দেবে? আর তিনশো টাকা জোগাড় হবার আমি কোন উপায়ই দেখ্‌ছিনি। কি কর্ব্বো আমার যখন ক্ষমতা নেই তখন কাজেই আমায় জাতিচ্যুত হতে হবে। যে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না তার মত হতভাগ্য আর কে আছে! তুমি তো আমার জন্যে চেষ্টা কর্ত্তে ছাডনি, আমার অদৃষ্ট মন্দ তুমি কি কর্ব্বে বল। ভগবান তোমার মনে শেষ এই ছিল।"

একটা বড দীর্ঘ নিশ্বাস দীনবন্ধুর বুকের সব ক'খানা হাড যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়া বাহিরে বাহির হইয়া আসিল। সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না। দুই হস্তে মস্তক চাপিয়া ধরিল। পিতাম্বর তাহার চাদরখানা কোমরে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "খুডো আর একবার চেষ্টা করে দেখ যদি জোগাড হয়। আমি এখন চল্লুম, আমার আবার সকালেই একটু কাজ আছে। রাত্রে যখন হয় খবর দিলেও হবে, আমি তাদের কাল সকালে আসতে বলেছি।"

দীনবন্ধু কোন উত্তর দিল না। কেবল একটা ম্লান দৃষ্টিতে পিতাম্বরের মুখের দিকে চাহিল। পিতাম্বরও আর কোন কথা কহিল না, কোমর হইতে চাদরখানা খুলিয়া সেখানা আবার গলায় ঝুলাইয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। দীনবন্ধু হতভম্বের মত কতক্ষণ তথায় বসিয়াছিল তাহাও তাহার জ্ঞান নাই—সহসা পত্নীর স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার চমক ভাঙ্গিল। দীনবন্ধুর পত্নীর নাম অভয়া,—অভয়ার বয়স প্রায় চল্লিশ। ঢলঢলে মেয়েলী মেয়েলী গডন,—বর্ণটা উজ্জ্বল শ্যাম বলা যায়। সে স্বামীর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিল,—মহা বিস্মিত স্বরে স্বামীর মুখের নিকট মুখটা একটু নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগা তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ হয়েছে?



তোমার মুখ চোখের ভাবতো মোটেই ভালো নয়। মুখ চোখ শুকিয়ে গেছে,—চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে আজ বুঝি শরীরটা ভালো নেই।”

দীনবন্ধু পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—পত্নী নীরব হইলে আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান স্বরে উত্তর দিল, “এ শরীরে কি অসুখ বিসুখ হয়,—না হতে জানে। তাহ’লে সংসারের এ যন্ত্রণা গুলো কে সহ্য কর্ব্বে বল। গিন্নি প্রথম যখন মেয়ে হয় তখন না জানি কত আনন্দই হয়েছিল। তখন তো একবারও মনে হয়নি যে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। গিন্নি এত কষ্ট করে এত দিন ঘুরে সতীর যে বিয়ে স্থির করেছিলুম সে বিয়ে ভেঙ্গে গেল। বরের বাপ এখন পাঁচশো টাকা নগদ ভিন্ন ছেলের বিয়ে দিতে রাজি নয়। কিন্তু পাঁচশো টাকা নগদ দেওয়া আমার ক্ষমতার বাহিরে। কাজেই আমার মেয়েকে চিরকালই আইবুড়ো থাকতে হবে। পিতাম্বর বল্লে একটু চেষ্টা করে এই তিনশো টাকা যোগাড় করে ফেল। কিন্তু সেতো জানে না যে চেষ্টা করবার আমার সব দ্বারই বন্ধ,—আমি চেষ্টা করি কোথায়?”

স্বামীর কথায় অভয়ার সমস্ত বুকটা একেবারে সাত হাত বসিয়া গিয়াছিল,—কিন্তু পাছে স্বামী আরও নিরাশ হইয়া পড়েন এই ভয়ে সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে যতদূর সম্ভব



সংযত করিয়া ফেলিল,—অতি মৃদুস্বরে বলিল, "পিতাম্বর ঠিক্‌ই বলেছে,—পাত্রটী যখন ভালো তখন ধার করে হোক্‌,—ভিক্ষে করে হোক্‌,—যেমন ক'রে হোক তিনশো টাকা জোগাড় করা উচিত,—কিছুতেই এ পাত্র হাত ছাড়া করা উচিত নয়। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌লে কি কোন কাজ হ'তে পারে। হোক্‌ না হোক্‌ সে ভগবানের হাত কিন্তু চেষ্টা সকলেরই করা উচিত। যাও এদিকে ওদিকে চেয়ে চিন্তে দেখ যদি যোগাড় হয়।'

একটা হতাশ-ব্যঞ্জকস্বরে দীনবন্ধু উত্তর দিল, "আর জোগাড় হয়েছে। বল্‌ছ যাই একবার চেষ্টা করে দেখি। হবার তো আমি কোন আশাই দেখ্‌ছিনি। যাও আমার চাদরখানা এনে দাও,—দেখি দু'চার দোর ঘুরে আসি।"

স্বামীর কথা শেষ হইবা মাত্র অভয়া বেশ একটু সুউচ্চ স্বরে ডাকিল, "সতী—ও সতী আল্‌না থেকে তোর বাপের চাদরখানা দিয়ে যানা মা।"

কন্যার নাম কর্ণে প্রবেশ করায় আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস যেন দীনবন্ধুর বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে কি বলিল অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন, তাহার ঘাড়টা ঈষৎ দুলিল। সতী পিতার গৃহের মেজেটা মুছিতে ছিল জননীর আহ্বান স্বর কর্ণে প্রবেশ করিব মাত্রই,

সে গৃহ মার্জ্জনা বন্ধ রাখিয়া আল্‌না হইতে পিতাব চাদরটা লইয়া বাহিবেব দিকে অগ্রসর হইল। দীনবন্ধু দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল,—সম্মুখে কন্যাকে চাদর লইয়া আসিতে দেখিয়া সে দুই তিন পা কন্যার দিকে অগ্রসর হইয়া কন্যার হস্ত হইতে চাদরখানা গ্রহণ করিল। সতী পিতার হস্তে চাদরখানা দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল কিন্তু জননীর কথায় তাহাকে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল। অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে সতী, কি কচ্ছিলিরে এতক্ষণ ?"

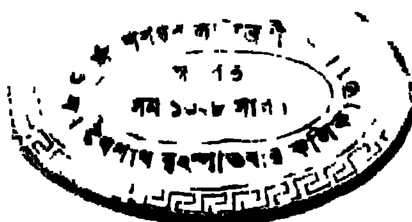
সতীর রংটুকু গোলাপ ফুলের মত। মুখ চোখেব বাহারও বড় কম নহে। তাহার আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কেশ নাকে মুখে পিটে পড়িয়া দোল খাইতেছে। তাহার সমস্ত দেহটার উপর দিয়া যৌবন যেন পাড়ী দিবার জন্য স্বচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—তাহাতেই তাহার সমস্ত দেহটা যেন এক নব সৌন্দর্য্যে ঢলঢল করিতেছে। মাতার কথার উত্তরে সতীর মুখখানি মৃদু হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "কেন মা ? আমি বাবার ঘর মুচ্ছিলুম।"

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মা ঘরটা মুছে শিগ্‌গির শিগ্‌গির স্নান করে ফেল্‌গে। বেলা বড় কম হয়নি।"

সতী আর কোন কথা কহিল না—ধীরে ধীরে পিতার গৃহের দিকে চলিয়া গেল। দীনবন্ধু চাদরখানায় সর্ব্বাঙ্গে

আচ্ছাদিত করিতে করিতে বলিল, "গিন্নি এতবড আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাক্‌লে কি আর বাপের ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু থাকে। হা ভগবান আমার অদৃষ্টে এতও লিখেছিলে।"

দীনবন্ধু টাকার চেষ্টায় বাডী হইতে বাহির হইয়া পড়িল, —কন্যার অমঙ্গল চিন্তায় অভয়ার নয়ন ফাটিয়া কয়েক ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জমিদার বসু মহাশয় ভরিটাক অহিফেন সেবন করিয়া বাহিরের বৈটকখানার ধপ্‌ধপে ফরাশের উপর আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন আষাঢ়ের বেলাটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত দিনের বিষম পরিশ্রমে সুর্য্যিঠাকুর রক্তিম নয়নে বিষম বিরক্ত হইয়া সে দিনকার মত পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় লইতেছিলেন, তখনও লতায় পাতায় প্রাসাদে কুটীরে তাঁহার রক্ত নয়নের প্রতিবিম্ব ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া.—ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। বাহিরের বৈঠকখানা গৃহের ফরাশের উপর আরো দুই একজন লোক বসিয়া গল্প গুজব করিতেছিল,—বসু মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"আসুন বড়কর্ত্তা আসুন।"

বড়কর্ত্তা তখন ফরাশের মধ্যস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার পেয়ারের ভৃত্য পদ্মলোচনও তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল,—সে সটকার উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বসু

মহাশয় সটকার নলটা তুলিতে তুলিতে একবার সমস্ত ঘরখানার উপর দিয়া দৃষ্টিটা বুলাইয়া লইলেন। তাহার পর সটকার নলটায় গোটা দুই টান দিয়া,—তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভট্‌চাজ্,—এই বর্ষার সময়টা কিছুতেই কাট্‌তে চায় না কেন বল দেখি? আচ্ছা এই যে বর্ষার সময়টা ধ্বংস করবার সব চেয়ে সহজ উপায় কি?"

অস্থি চর্ম্মসার ভট্টাচার্য্য মহাশয়—বড় রকম এক টিপ নস্য লইয়া জমিদারের কথায় তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "দেখুন, —এই বর্ষার সময়টা অর্থাৎ বেলা কিছু বড় কিনা তাই সেটা আর কিছুতেই কাটতে চায় না,—কিন্তু কাটাবার এক সোজা উপায়ও আছে।

বসু মহাশয় অহিফেনের মৌজে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, ঈষৎ চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "সে উপায়টা কি? সে উপায়টা আমার সব চেয়ে আগে জেনে রাখা উচিত। এই বর্ষা,—চারদিকে জল চারদিকে কাদা বাড়ী থেকে বেরুবার জোটি নেই,—অথচ আষাঢের বেলাটা রবারের মত ক্রমেই বেড় চলেছে,—না একেবারে অসহ্য। বল ভট্‌চাজ্ শুনি সে সহজ উপায়টা কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর এক টিপ নস্য লইয়া বেশ একটু

গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "খোস গল্প। বর্ষার দিনে এমন মজার জিনিষ আর কিছু নেই। সময়টা যেন জলের মত কেটে যেতে থাকে। তার ওপর এই খোস্ গল্পটা যদি পর নিন্দা পর চর্চ্চা হয়, তা হ'লে সময়টা যে কোন দিক দিয়ে কেটে যায় তা মোটে ধর্ত্তেই পারা যায় না।"

বসু মহাশয়ের মুখ দিয়া ক্রমাগতই অম্বরী তামাকের একটা ক্ষীণ ধারা বাহির হইতেছিল,—তিনি সটকার নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া বলিলেন, "যা বলেছ ভট্‌চাজ্ বর্ষার দিনে খোস গল্পই হ'লো সময় ধ্বংস করবার সব চেয়ে সহজ উপায়। তবে সেটা পরনিন্দা,—পর চর্চ্চা নয়। ভূতের গল্পই হ'লো সব চেয়ে ভালো। ভট্‌চাজ্ তুমি একটা ভূতের গল্প আরম্ভ কর।"

ভট্‌চাজের ওই জিনিষটার উপর কেমন যেন একটা বিষম আতঙ্ক ছিল। বসু মহাশয়ের আদেশে তাহার বুকের ভিতরটা টিপ্‌টিপ্ করিয়া উঠিল,—সে শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে ও জিনিষটার বিশেষ কোন রস পাওয়া যায় না। যে বিষয়ের উত্থাপনে হৃদকম্প হয়—সে বিষয়টার যত আলোচনা না হয় ততই মঙ্গল,—আর ও বিষয়টায় মানুষের স্বরভঙ্গ,—রসভঙ্গ,—দুই করাই সম্ভাবনা। ও ভূত প্রেত নিয়ে—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবটা কথা শেষ করিতে পারিল না,—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল অনিলকুমার,—বসু মহাশয়ের একমাত্র পৌত্র। তাহাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া,—ফরাশে উপবিষ্ট সকলেরই কণ্ঠ হইতে যেন একই সুরে বাহির হইয়া আসিল, "আসুন, ছোটবাবু আসুন।"

বসু মহাশয় আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছিলেন,—আসুন ছোটবাবু আসুন শব্দটা কর্ণে প্রবেশ করায়, তিনি আবাব চক্ষু মেলিলেন,—পৌত্রকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনিও মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন,—"এস ভায়া এস।"

অনিলকুমার তাহার ঠাকুরদাদার সম্মুখে যাইয়া উপবিষ্ট হইল,—বৃদ্ধ বসু মহাশয় সটকার নলে গোটা দুই টান দিয়া বলিলেন, "ভায়া বর্ষার বেলাটা আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না,—তাই ভট্চাজ্‌কে বল্লুম একটা ভূতের গল্প বল,—কিন্তু ভট্চাজ তাতে একেবারেই গররাজি,—ভট্‌চাজ্‌ বলে যে জিনিষটায় বুকের ভেতরটা একেবারে কেঁপে ওঠে তাতে রসভঙ্গ হবারই বেশী সম্ভাবনা। তুমি কি বল ভায়া তাই নাকি?"

অনিলকুমার কোন উত্তর দিল না তাহায় হইয়া



উত্তর দিল অপর এক ব্যক্তি,—সে তাড়াতাড়ি বলিল, "হুজুর এ বর্ষার দিনে প্রেমের গল্পটাই যেন জমে ভালো।"

বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আরে রামচন্দ্র, এ বয়সে কি আর আমাদের প্রেমের গল্প ভালো লাগে ও সব ভাল লাগ্‌বে এখন এই আমার নাতিটীর। ও সব ভাল লাগ্‌বে ছেলে ছোক্‌রাদের।"

অনিলকুমার কথাটার প্রতিবাদ করিল, বলিল, "ঠাকুর-দাদা প্রেমের গল্প, এখন আপনাদেরই ভালো লাগা উচিত। ছেলে ছোক্‌রারা প্রেম কর্ত্তে এত ব্যস্ত যে প্রেমের গল্প শোনবার তাদের আর বড় ফুরসুৎ থাকে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর এক টিপ নস্য জোর করিয়া লইয়া নাকটা বার দুই নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "যা বলেছেন ছোট-বাবু, তারা প্রেম কর্ত্তেই ব্যস্ত তাদের কি আর প্রেমের গল্প ভালো লাগে।"

তারপর সে বসু মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বড় কর্ত্তা, তারপর ছোটবাবুর বিয়ের কি কচ্ছেন? এইবার ছোটবাবুর বিয়ের একটা বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। এই বার একটী নাত্‌বৌ ঘরে আনুন।"

অনিলকুমার তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ভট্‌চাজ্‌ মশাই ওটাই মাপ কর্ত্তে হবে। পৃথিবীতে সব কর্ত্তে পারি শুধু

বিয়ে কর্ত্তে নারাজ। আমার মতে পৃথিবীতে বিয়ে করাটাই হচ্ছে সব চেয়ে গর্হিত কাজ। লেখাপড়া শিখে এ কাজে যে অগ্রসর হয় তার নিশ্চয় জানবেন মাথা খারাপ।"

"তাই নাকি। লেখাপড়া শিখে এ কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার মানেই হচ্ছে মাথা খারাপ, যা বলেছ ভায়া এতক্ষণে একটা কথার মত কথা হ'লো" বৃদ্ধ বসু মহাশয় কথা বেশ একটু বিদ্রুপ পূর্ণ স্বরে বলিয়া প্রকাণ্ড সটকার নলটায় আবার বার দুই টান দিয়া হাঁকিলেন, "বাবা পদ্মলোচন,— কল্কেটা আর একবার বদ্‌লে দাও তো বাবা।"

অনিলকুমার তাহার ঠাকুরদাদার সম্মুখে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, মুখটা তুলিয়া একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "ওই তো আপনার দোষ দাদামশাই, আপনি সকল কথাই ঠাট্টা করেন। ভেবে দেখুন দেখি যখন ঠাকুরমা জীবিত ছিলেন তখন আপনার অবস্থাটা কি ছিল। চারি দিকে বন্ধন, নড়্‌বার চড়্‌বার উপায় ছিল না। বিয়ে করেছিলেন বলেই না আপনাকে এত শোক এত দুঃখ এত চিন্তা সহ্য কর্ত্তে হয়েছে। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস দাদামশাই বিয়ে কল্লে মানুষের আর নিজস্ব বলে কিছু থাকে না,—ঠিক চেতনও নয় ঠিক জড়ও নয় সে একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়ে।"

ঠাকুরমার কথায় বৃদ্ধের সমস্ত দেহের হাড় ক'খানা যেন একটা অতীতের স্মৃতির সজোর আঘাতে নড়িয়া উঠিল,—শুষ্ক নয়ন পল্লব ভিজিবার মত হইল। তিনি উন্মুক্ত গবাক্ষে গ্রামের পার্শ্বে ধানক্ষেতের প্রান্ত দিয়া একবার দিক সীমা পর্য্যন্ত ধূ ধূ মাঠের দিকে চাহিলেন। একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যা বলেছ ভায়া। কিন্তু আমি ভাবৃছি যে এত জমিজমা,—বিষয় সম্পত্তি এ সব ভোগ কর্বে কে ? আমি তো একেবারে নাগা সন্ন্যাসী,—এর ওপর তুমি যদি ভায়া আবার দেব সেনাপতি হও তবেই তো ফ্যাসাদ।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় নীরব হইবা মাত্র অনিলকুমার কথাটায় বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, "দাদামশাই বংশের কেউ ভোগ না কল্লে বুঝি আর সম্পত্তির ভোগ হয় না। পৃথিবীতে এসে আমি প্রথম আপনাকেই চিনেছি,—আপনার কোলেই বড় হয়েছি,—আপনার স্নেহ ও যত্নে লেখাপড়া শিখে বি, এ, পাশ করেছি। এখন আমি অনায়াসেই আমার নিজের উদরান্ন সংস্থান করে নিতে পার্বো। আপনি আপনার এই বিপুল সম্পত্তি কোন সৎকাজে দান করুণ,—অনাথ প্রতি পালন হ'ক্,—আপনার এই অতুল কৃত্তি পৃথিবী চিরদিনের জন্যে বুকে করে ধরে থাকুক্।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ছোট-বাবু যা বল্‌ছেন কথাটা নেহাত মন্দ নয়,—বড়কর্ত্তা আপনি যদি তা করেন তাহ'লে আর এ গাঁয়ে কেউ গরীব থাকে না,—যা হক দুবেলা দুটো খেয়ে বাঁচে। আর আমরা দুহাত তুলে আপনার জয় জয়কার করি।"

অনিলকুমার একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "দাদামশাই তাই করুন,—আমার জন্যে চিন্তা কর্ব্বেন না। আপনার মৃত্যুর পর আপনার এই অতুল কীর্ত্তির কথা যখন লোক মুখে শুন্‌বো,—তখন সে আনন্দ আমার আর এ বুকে ধরবে না। আমি লোকেব সম্মুখে বড় গলায় জোর করে বল্‌তে পার্ব্বো এমন ঠাকুরদাদার আমি নাতি।"

বৃদ্ধ নাতির মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন,—ঘাড়টা ঈসৎ নাড়িয়া বলিলেন, "কথাটা শুন্‌তেও বেশ বল্‌তেও খাসা কিন্তু পৈত্রিক ভীটেটা শেষ অনাথ আশ্রম হবে ওই যা কথা।"

ঠিক সেই সময় ভৃত্য পদ্মলোচন সটকার কলিকাটা বদলাইয়া দিবার জন্য কলিকাতে ফু দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, "বাইরে ওপাড়ার রসিকবাবু আর ক'জন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁরা একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

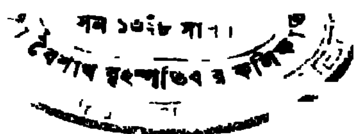


বসু মহাশয় ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, সটকার নলটা তুলিয়া লইতে লইতে বলিলেন, "এইখানেই পাঠিয়ে দে।"

ভৃত্য সটকার উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বড়কর্ত্তা রসিক এমন অসময় কেন?"

বড়কর্ত্তা সটকার নলে গোটা দুই টান মারিয়া খুব খানিকটা তাম্রকূট ধূম শূন্যে ছাড়িয়া দিয়া কি একটা বলিতে যাইতে ছিলেন.—কিন্তু রসিক ও আরও তিন চারি জন ভদ্রলোককে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি ঘাড়টা একটু তুলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। গ্রামের ভিতর রসিক একজন মাতুর্ব্বর লোক। মাথার চুলগুলা একেবারে সমস্ত সাদা। বয়সটা বিলক্ষণই হইয়াছে। রসিক এ বয়সেও সর্ব্ব কাজেই অগ্রগামী। পরের উপকার করিতে আজ পর্য্যন্ত রসিককে কেহ কোন দিন পশ্চাৎ পদ হইতে দেখে নাই। রসিক গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া লাঠীটা এক পার্শ্বে রাখিয়া ফরাশের উপর বসিতে বসিতে বলিল, "বড়কর্ত্তা সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এখন তুমি না রক্ষে কল্লে দীনু ঘোষের আর জাত থাকে না।"

রসিকের মুখ চোখের ভাব ভঙ্গি,—কথাটা বলিবার



ঢংয়ে বৃদ্ধ বসু মহাশয় বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—তিনি রসিকের মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বেশ একটা গম্ভীর স্বর বাহির হইয়া আসিল, "ব্যাপার কি সব ভেঙ্গে চুরে বল। এমন অসময় অবেলায় হঠাৎ দীনুর আবার জাত যায় কেন?"

তারপর দীনবন্ধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কিহে দীনু ব্যাপার কি?"

দীনবন্ধু অতি মিনতিপূর্ণ স্বরে কি একটা বলিতে যাইতে ছিল,—কিন্তু রসিক তাহাকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "বড়কর্ত্তা দীনুর মেয়ের বিয়ের কথাতো তুমি শুনেছ,—তারপর আগামী সোমবার যে দিন স্থির হয়েছিল তাওতো তোমার শোনা আছে। এখন হঠাৎ এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ছেলের বাপ খবর পাঠিয়েছে যে আর তিনশো টাকা না দিলে সে তার ছেলের বিয়ে দীনুর মেয়ের সঙ্গে দিতে পারে না। তুমি তো দীনুর অবস্থা ভাল রকমই জান। এই সাতশো টাকা তাও সমস্ত বন্ধক রেখে তোমার কাছ থেকেই কর্জ্জ নিয়েছে,—আর তার যা সম্পত্তি তা রেখে তো পাঁচশো টাকাও দেওয়া চলে না। তাও তো তুমি এক রকম দয়া করেই দিয়েছ। আর তিনশো টাকা তাকে কাটলেও পাবার সম্ভাবনা নেই। বেচারী সমস্ত দিন

মুখে জলটুকু পর্য্যন্ত দেয়নি,—খবরটা পেয়ে পর্য্যন্ত বাড়ী বাড়ী এই তিনশোটা টাকা যোগাড়ের জন্যে এক রকম ভিক্ষে করে বেড়িয়েছে,—কিন্তু কোথা থেকেও আর একটা আদলাও সংগ্রহ হয়নি। দীনু লজ্জায় তোমার কাছে আস্‌তে চাচ্ছিলো না,—কোন মুখেই বা আসবে। এই সে দিন পায়ে হাতে ধরে সাতশো টাকা নিয়ে গেছে,—আর কি তোমার কাছে চাইতে পারে? আমি এক রকম জোর করে তাকে তোমার কাছে নিয়ে এলুম,—বেচারিকে এ বিপদ থেকে তোমাকেই উদ্ধার কর্ত্তে হবে।"

জমিদার বসু মহাশয় এতক্ষণ বেশ গম্ভীর হইয়া রসিকের কথাগুলা শুনিতে ছিলেন ও সটকার নলে টানের উপর টান দিয়া সমস্ত ঘরখানাকে তাম্রকূট ধূমে পরিপূর্ণ করিতে ছিলেন,—তিনি সটকার নলটা রসিকের হস্তে দিয়া বলিলেন,—"এই ব্যাপার? তাহ'লে তো দেখ্‌ছি মহা ফ্যাসাদের কথা।"

দীনবন্ধু অতি করুণকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমাদের গাঁয়ের জমিদার,—দীনের আশ্রয়,—সদাশয়। আপনি কিছু সাহার্য্য কল্লেই আমি এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি।"

গোধূলীর রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তখন ডালে ডালে

রাজ্যের পাখী ডাকিয়া ডাকিয়া সমস্ত আকাশ পাতাল আলুথালু করিয়া যেন পাগল করিয়া দিতে ছিল,—সন্ধ্যা-রাণী কৃষ্ণ বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে,—ঝোপের ভিতর দিয়া লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভৃত্য গৃহে আলো দিয়া গেল, বৃদ্ধ বসু মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "করাতো উচিত বুঝি কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি কিছুতেই সাহার্য্য কর্ত্তে পারি না।"

রসিক আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কেন বড়কর্ত্তা?"

বসু মহাশয় উত্তর দিলেন, "দেখ যাদের কথার ঠিক নেই তারা জোচ্চর,—সেই জোচ্চরদের প্রশ্রয় দেওয়া,—তাদের সেই কাজের সুবিধে করে দেওয়া আমি কোন হিসাবেই ন্যায় সঙ্গত মনে করি না।"

রসিক বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তবে কি বড়কর্ত্তা তুমি বলতে চাও দীনুর মেয়ের বিয়ে বন্ধ থাক—তার জাতিপাতই হোক্।"

বসু মহাশয় অবিচলিত স্বরে উত্তর দিলেন, "এমন কথা আমি একবারও বলিনি,—এমন কথা আমি বলতেও চাইনি। আমি বলি অন্য এক পাত্রের সঙ্গে দীনুর মেয়ের সম্বন্ধ স্থির কর। আমি বরং তাতে কিছু দীনুকে সাহার্য্য



কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু জোচ্চরকে প্রশ্রয় দিতে আমি একেবারেই নারাজ।"

রসিক একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "বড়কর্ত্তা বেশ সোজা বলে দিলে অন্য পাত্র স্থির কর,—অন্য পাত্র মেলে কোথায়? বড়কর্ত্তা পাত্রের দরের তো কোন খবর রাখোনা,—পাত্রের বাজার আগুন,—এ রকম পাত্র হাজার টাকায় যে সে লোক লুপে নেবে।"

বৃদ্ধ কণ্ঠের স্বরটা একটু উর্দ্ধে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "লুপে নেয় নেবে—তাবলে আমি এমন জোচ্চরের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে বল্‌তে পারিনি।"

দীনবন্ধু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল,—আর কোথাও তাহার টাকা পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কন্যার বিবাহের বয়স বহু দিন পাব হইয়া গিয়াছে,—আর কিছু দিন যাইলে সেটাকে ভদ্র ও অভদ্র কোন হিসাবেই চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। এ পাত্র হাত ছাড়া হইলে শীঘ্র কোন পাত্র মিলিবার, কোনই ভরষা নাই। এখন উপায়? তাহার কণ্ঠ হইতে একটা ক্ষীণ হতাশ স্বর বাহির হইয়া আসিল, "তাহ'লে আমাকে কি কর্ত্তে বলেন? এ পাত্র হাত ছাড়া হ'লে কিন্তু—"

দীনবন্ধু আর বলিতে পারিল না,—তাহার বুকটা যেন

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফাটিবার মত হইল,—তাহার নয়ন পল্লব আদ্র হইয়া উঠিল। রসিক সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিল, "বড়কর্ত্তা দীনবন্ধু তো তোমার পাল্টা ঘর,—তুমিই না হয় তোমার নাতিটির সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে গরীবের জাত রক্ষা কর না কেন? দীনুর মেয়েকে তো তুমি দেখেছ অপূর্ব্ব সুন্দরী।"

রসিকের কথায় অনিলকুমার অবাক ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "এটা একটা কথার মত কথা বটে।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় ভট্টাচার্য্যের কথায় বাধা দিয়া জীহ্বা অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ বহিষ্কৃত করিয়া মাথাটা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ছি, ছি, অমন কথা মুখেও এনো না,—আমার নাতি সে যে চিরকুমার।"

তাহার পর অনিলকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি বল ভায়া,—এ কথা শুন্‌লেও পাপ।"

অনিলকুমার কি বলিতে যাইতেছিল,—বৃদ্ধ হস্তদ্বারা তাহাকে বাধা দিয়া আবার বলিলেন,—"চেপে যাও দাদা,—চেপে যাও। আমরা বিশ্বের কাজে মন দিয়েছি,—এ সব পাড়া পড়্‌সির ছোট খাটো উপকার অনুপকার নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের প্রয়োজন দেখা যায় না।"

দীনবন্ধুর আর ধৈর্য্য রহিল না,—কন্যার বিবাহ চিন্তায় তাহার মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। আজ দুই বৎসর যাবৎ পাত্র অন্বেসনের পর বহুকষ্টে এই মনোমত পাত্রটী মিলিয়াছিল,—সামান্য তিন শত টাকার জন্য তাহাও বুঝি হাত ছাড়া হইয়া যায়। সে একেবারে দুই হস্তে বসু মহাশয়ের পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়া উঠিল, "আপনাকে আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার কর্ত্তেই হবে।"

সহসা দীনবন্ধু পদদ্বয় জড়াইয়া ধরায় বসু মহাশয় মহা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনি তাড়াতাড়ি পদদ্বয় সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "আরে কর কি কর কি স্থির হও। আমাব নাতিব সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না,—কিন্তু আমার নাতি চিরকুমাব ব্রত গ্রহণ করেছে। সে জীবনে কোন দিন বিয়ে কর্ব্বে না। তার বিয়েতে যেরূপ বিৎরাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি তাতে করে তো আমার মনে হয় যে সে এ জন্মে তো বিয়ে কর্ব্বেই না,—পর জন্মে যে কর্ব্বে তাও বলে মনে হয় না। আমার একমাত্র নাতি,—শিব রাত্রের শল্‌তে,—বুড়োর জীবন,—পৃথিবীর সম্বল,—আমি তার কোন ইচ্ছাই কোন দিন অসম্পূর্ণ রাখিনি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আমি

কোন কাজই কর্ত্তে পারিনি। তবে আমার সঙ্গে যদি দীনু মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি থাকে,—আমার কোন আপত্তি নেই। নাতি যখন বিয়ে কল্লেই না,—ভাবৃছি বংশটা রাখবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌বো।"

বৃদ্ধের এই অপ্রত্যাশিত কথায় সকলেই একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কেবল ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "অতি মহৎ প্রস্তাব।"

দাদা মহাশয়ের এই প্রস্তাবে অনিলকুমার অবাক্ হইয়া ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—তাহার বৃদ্ধ ঠাকুর দাদা উন্মাদ হইলেন কি না বোধ হয় সেইটাই সে পরীক্ষা করিতেছিল,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা কয়টা কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে আপনা হইতেই একটা বিকৃত স্বর বাহির হইয়া পড়িল, "মহৎ প্রস্তাব—সে কি রকম।"

বসু মহাশয় পৌত্রের কথায় কোন উত্তর দিলেন না দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি বল দীনু,—রাজি কি না?"

বৃদ্ধের এই কথা কয়টা বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বানের মত দীনবন্ধুর বুকের ঠিক মাঝখানে যাইয়া আঘাত করিল,—তাহার নয়ন ফাটিয়া কয়েক ফোটা অশ্রু টস্‌টস্ করিয়া



ঝরিয়া পড়িল। রসিক বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "বড়কর্ত্তা তোমার মত লোকের এ অবস্থায় লোককে ঠাট্টা করা উচিত হয় না।"

বসু মহাশয় হাঁকিলেন, "বাবা পদ্মলোচন কল্‌কেটা আর একবার পাল্‌টে দাও বাবা।"

তাহার পর রসিকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ঠাট্টা! এর এক বিন্দুটা পর্য্যন্ত ঠাট্টা নয়। এ অবস্থায় মানুষ মানুষকে কখন ঠাট্টা কর্ত্তে পারে? আমি একেবারে সম্পূর্ণ রাজি, —এখন দীনু রাজি হ'লেই হয়।"

দীনবন্ধুর আর ভালো মন্দ বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল না। এখন কোন ক্রমে কন্যা পার হইলেই হয়। সে আজ দুই বৎসর হইতে কন্যার বিবাহের জন্য শত ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছে,—যাহার সহিত কথা কহিতে সে ঘৃণা করিত তাহারও তোসামদ করিয়াছে। কন্যার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক,—সে এক্ষণে কন্যার আইবুড়ো নাম ঘুচাইতে পারিলেই এ দুর্ভাবনার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। দীনবন্ধু বসু মহাশয়ের কথার উত্তরে অতি বিষাদ ভাবে বলিল, "আপনাকে কন্যা দোব সেতো আমার সৌভাগ্য।"

পদ্মলোচন সটকার কলিকাটা বদলাইয়া দিয়া গিয়াছিল,

বৃদ্ধ সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "তবে আর কি সোমবারেই দিন স্থির হ'লো। পরশুই গায়ে হলুদ হক।"

দাদা মহাশয়ের এই কথায় অনিলকুমার একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—বসু মহাশয় হাত নাড়িয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন ;—বলিলেন, 'ভায়া যে একেবারে উঠে দাঁড়ালে,—বস বস,—বিয়ে হেন কাজ এতো একটা সোজা ব্যাপার নয়,—এখনি জিনিষ পত্র কি কি লাগ্‌বে না লাগবে তার একটা ফর্দ্দ করে ফেল্‌তে হবে।"

অনিলকুমার একটা অবাক দৃষ্টিতে একবার ঠাকুর-দাদার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে আবার ফরাশের উপর উপবিষ্ট হইল। বসু মহাশয় দীনবন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহ'লে কি বল দীনু এই কথাই পাকা ?"

দীনবন্ধু একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ,—এর চেয়ে আর আমার সুখের কথা কি হতে পারে ?"

অনিলকুমার আর নীরব থাকিতে পারিল না,—তাহার সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ দাদা মহাশয় এক ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে উদ্যত,—সে স্পষ্টই বুঝিল তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। বালিকার নিশ্চিত বৈধব্য জানিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,—সে আর কিছুতেই নিজেকে

নীরব রাখিতে পারিল না বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "আপনি বিয়ে কর্ব্বেন,—সে কি ঠাকুরদা ? সে যে আপনার চেয়ে ষাট বৎসরের ছোট।"

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "তাতে কিছু আসে যায় না। হিন্দু শাস্ত্রে তাতে কোনরূপ বাধা নেই। তুমি চিরকুমার থাক্‌তে পার কিন্তু আমি যে বিয়ে কর্ব্বো না এমন কোন মানে নেই। ভায়া পরের সুখে বাধ সেধ না।"

ইহার উপর আর কথা নাই। কন্যার পিতাই যখন এই সত্তর বৎসর বৃদ্ধ দেখিয়াও কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত তখন সে কেন তাহার ঠাকুরদাদার সুখে বাদ সাধিতে যায়। রসিক বলিল, "একবার কন্যাটীকে দেখ্‌লে হয় না ?"

বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "কিছু প্রয়োজন নেই। সে দিন পুকুর থেকে জল নিয়ে যাচ্ছিল আহা—

"(কিবা) চলে নীলশাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরান সহিত মোর—"

ঠিক সেই সময় দূরে ঠাকুরবাড়ীর আরতির কাঁসর ঘণ্টা ঝাঝর বাজিয়া উঠিল। আষাঢের পাগলা বাতাস সহসা ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া সমস্ত গৃহটাকে মাতাল করিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুরদাদার প্রস্তাবটা অনিলকুমারের হৃদয়ের ভিতর যেন একটা বিদ্রোহের সূচনা করিল। অশীতিপর বৃদ্ধ ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকার পানিগ্রহণ করিবে তাহা হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গত হইতে পারে কিন্তু সেটা ন্যায় সঙ্গত কিছুতেই নহে,—এই কথাটাই বার বার কে যেন অনিলকুমারের হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিয়া দিতে লাগিল। এরূপ অন্যায় কার্য্য যে তাহার ঠাকুরদাদার দ্বারা কখন সম্ভব হইতে পারে অনিলকুমার জীবনে কোন দিন সে কথা ভাবিতেও পারে নাই। তাহার চিরকালই ধারনা ছিল তাহার ঠাকুরদাদা শিবতুল্য ব্যক্তি। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ সততই কাঁদিয়া থাকে,—পরের উপকার করিতে চিরকালই তিনি মুক্তহস্ত। তাঁহার দ্বারা এরূপ হীণ কাজ অসম্ভব। মনুষ্য চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য বুঝি স্বয়ং ভগবানও বুঝিতে অক্ষম। গভীর রজনী,—প্রকৃতি যখন একেবারে নিদ্রার কোলে নিমগ্না,—যখন মনুষ্যের সাড়া শব্দ একেবারে নিস্তব্দ,—কেবল বাহিরে বর্ষার আকাশের টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি ঝুপ ঝুপ করিয়া পড়িতেছে তখন অনিলকুমার শয্যায় পড়িয়া এই সকল কথাই চিন্তা করিতে-

ছিল। সে কেমন করিয়া তাহার ঠাকুরদাদাকে এই হীন কাজ হইতে নিবারিত করিবে সেইটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না যে কি উপায়ে তাঁহার ঠাকুরদাদাকে এই কার্য্য হইতে নিবারিত করে। শত যুক্তি তাহার মনের ভিতর তাল পাকাইতেছিল বটে কিন্তু কোন যুক্তিই তাহার মনোপুত হইতেছিল না। এইভাবে শত চিন্তায় অর্দ্ধ জাগরণ অর্দ্ধ নিদ্রার ভিতর দিয়া রাতটা তো কাটিয়া গেল,—ভোরের আলো পূর্ব্ব কোণ হইতে উঁকি মারিবা মাত্রই সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মধ্যে কেবল একটা দিন,—এক্ষণে এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করা অর্থে একটী দুগ্ধপোষ্য বালিকার নিশ্চিত বৈধব্য। এই একটী দিনের ভিতরই যেমন করিয়া হোক্ এই বিবাহ বন্ধ করিতে হইবে,—আজ বাদে কাল গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেলে আর কোন উপায়ই থাকিবে না।

অনিলকুমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। তাহাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে একটা খোলা প্রাঙ্গন ছিল,—সে বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্রই দেখিল তাহার ঠাকুরদাদা সেই প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছেন। আজ

বাদে কাল বৃদ্ধের বিবাহ, কিন্তু সেজন্য বৃদ্ধের যে বিশেষ কোন ভাবান্তর হইয়াছে,—মুখে চোখে সেরূপ কোন চিহ্নই নাই। সেই প্রশান্ত মুখ,—ঠিক সেইরূপই প্রশান্ত রহিয়াছে, ভাবনা চিন্তার রেখাটী পর্য্যন্ত তাহাতে পড়ে নাই। বৃদ্ধ আপন মনে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতে-ছিলেন,—একটা পাক দিয়া ফিরিবামাত্রই তাঁহার দৃষ্টি তাঁহার পৌত্রের উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ চোখের উপর বেশ একটা আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। পৌত্রকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া তিনি বেশ একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এই যে ভায়া,—আজ যে দেখ্‌ছি বেশ সকাল সকালই উঠেছ। আজ বাদে কাল গায়েহলুদ আমি জানি তুমি কি আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে পারো। আমি বিয়ের বর,—কাজেই এ সম্বন্ধে আমি আর কতটুকু কর্ত্তে পারি,—আর কর্ত্তে পারেও করা উচিত নয়,—নিতান্তই সেটা বিশ্রী দেখায়। তোমাকেই সব করে কর্ম্মে নিতে হবে,—বুঝতেই তো পাচ্ছ এটা তোমারই কাজ। বুড়ো আর ছোড়া ও প্রায় একেই,—আমায় ছোড়ার সামিল করে রাখাই উচিত। শুভ কাজটা যাতে শুভাশুভালি শেষ হয় তার যা কিছু ব্যবস্থা তা তোমাকেই কর্ত্তে হবে তা তো বুঝতেই পাচ্ছ,—বলাটা বেশীর ভাগ।"

ত্রয়োদশ বৎসরের নাতিনীর সমান একটী কন্যাকে বিবাহ করিতে বিশ্রী দেখায় না,—অথচ সেই বিবাহের জিনিষ পত্র গুলা সংগ্রহ করিতে বিশ্রী দেখায়। তাহার ঠাকুরদাদা যে একথাটা কেমন করিয়া এমন স্পষ্ট বলিলেন এইটুকুই অনিলকুমারের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। সে মাথাটা বার দুই চুলকাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল, "এ বিয়েটা করা কি আপনার ঠিক হবে? আমার মনে হয় এ বিয়ে করা আপনার মত লোকের একেবারেই অন্যায়—"

বৃদ্ধ পৌত্রকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "কেন ভায়া একথা বল্‌ছ কেন? কেন কিসে ঠিক হবে না? আহা ভায়া তুমি পাত্রীটাকে দেখনি। ঢল্‌ঢলে মুখ,—টক্‌টকে রং,—মাংসাল গড়ন,—ঠিক না হবার মত তো কিছু নেই।"

বৃদ্ধের কথায় কেমন যেন একটা বিশ্রী ঘৃণা অনিলকুমারের হৃদয়ের ভিতর হইতে উত্থিত হইতেছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে না আমি সে কথা বল্‌ছিনি। তবে—"

বসু মহাশয় ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "বুঝলে ভায়া এর ভেতর তবে বলে একটা জিনিষ কোন খানটায়ও নেই।

পাত্রী দেখ্‌তে ঠিক পরী,—ঘরটাও বনেদী তখন এর ভেতর আর তবেটা আসছে কোত্থেকে বল। তবে এর ভিতর একটা কিন্তু আছে বটে,—কিন্তু সে কিন্তুর গোলযোগ যেটুকু আছে সেটুকু আমি আগেই শেষ করে ফেল্‌বো। ভায়া কোন চিন্তা করো না, তোমার যেটুকু ন্যায্য পাওনা সে থেকে আমি তোমায় বঞ্চিত কর্ব্বো না। আমার যা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে ন্যায্য মতে তোমার যা প্রাপ্তব্য তা থেকে আমি তোমাকে কোন দিনই বঞ্চিত কর্ব্বো না। সেজন্যে তোমার মুখ ভার কর্ত্তে হবে না,—তোমার ঠাকুরদার বিয়ে,—এ সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে বড় একটা হয় না। মুখ ভার করো না,—আনন্দ কর শুধু আনন্দ কর।"

ঠাকুরদাদার কথায় অনিলকুমারের ভিতরটা এতটুকু হইয়া গেল। পাছে সে বিষয় হইতে বঞ্চিত হয় সেইজন্য সে তাহার ঠাকুরদাদাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেছে। ছি,—ছি,—ঠাকুরদাদা শেষ এই ভাবিলেন। একটা তীব্র অভিমান শক্তিশেলের মত অনিলকুমারের হৃদয়ে যেন আঘাত করিল,—তাহার মাটীর সহিত মিশিতে ইচ্ছা হইল। সে তাহার ঠাকুরদাদার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না,—হতাশ ভাবে একবার আকাশের দিকে চাহিল।

সেখানে রাঙ্গা রবি তখন রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল,—সে দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার যেন মনে হইল প্রাতঃকালিন সূর্য্য-রশ্মি রক্ত নয়নে অকৃতজ্ঞ বিষয় লোভী বলিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছে। পৌত্রকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "ভায়া তোমার সেজন্যে কোন চিন্তা নেই তুমি মুখ ভার করছ মিছে। যাক সে কথা এখন আর কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই,—যখন কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে তখন আর ভেবে কোন ফল নেই। এখন গায়হলুদের জিনিষ গুলো যাতে আজই সব কেনাকোটা শেষ হয় তার চিন্তা করা উচিত। ভায়া তুমি এই দুপুরের গাড়ীতেই একবার কলকাতায় রওনা হও। গায়ে-হলুদের কাপড় চপড গুলো কিনে নিয়ে এস। আমরা হলুম গাঁয়ের জমিদার,—যা তা জিনিষ তো আর দিতে পারেনি। কাপড জামা গুলো ভালো হওয়াই দরকার। একটু খেলো হয়েছে কি অমনি দুশো নিন্দুকেব মুখ খুলে যাবে। ভায়া তুমি আমার একমাত্র নাতি, অনেক কষ্টে তোমায় মানুষ করেছি,—আমার এ আহ্লাদের সময় তুমি আর এমন নিরানন্দ হয়ে থেক না। যাও মুখ টুক ধুয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে সুস্থ হয়ে বিয়ের সব জোগাড পাতি কর্ত্তে লেগে পড। আমরা হলুম গাঁয়ের জমিদার হয়ে

নফ্‌রার মত যাতা করে তো আর বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বো না। একটু ধুম ধাম বাজি বাজনা সবই কর্ত্তে হবে। সে গুলোর তো আজই বায়না টায়না দেওয়ার দরকার। আমিও না হয় বুড়ো হ'য়েছি কিন্তু দীনুর মেয়ে তো আর বুড়ি হয়নি।"

বুড়ি হয় নাই সত্য কিন্তু আপনার মত বৃদ্ধের গলায় যাহাকে মালা দিতে হইবে, তাহার কি প্রাণে কোন সাধ আহ্লাদ থাকিতে পারে,— আর একটু হইলেই এই কথাটা আবার অনিলকুমারের মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছিল কিন্তু সে প্রাণপণ বলে নিজকে সংযত করিয়া ফেলিল, ঘাড় নাড়িয়া কেবল মাত্র বলিল, "আপনি যেমন বল্‌বেন তেমনিই হবে।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তেমনি হবে বল্‌লেই চল্‌বে না, এই সব তোমাকেই হওয়াতে হবে। যাও আর দেরী করো না, বিয়ের ব্যাপার এতো একটা সহজ ব্যাপার নয়। তার উপর আবার তুমি হ'লে একা, তোমাকেই সব কর্ত্তে হবে। যাও মুখটা ধূয়ে চাটা চট্‌ করে খেয়ে নাও। এ সব কাজে দেরী করা কিছু নয়।"

তাহার পর স্বরের মাত্রাটা একটু উদ্ধে তুলিয়া হাঁকিলেন,

"বাবা পদ্মলোচন,—তোমার ছোটবাবুর মুখ ধোবার জল-টল কি দিয়েছ ?"

পদ্মলোচন একটা বাঁধান হুকায় একটা কলিকা বসাইয়া তাহাতে ফু দিতে দিতে আসিয়া সংবাদ দিল, "আজ্ঞে হাঁ—ছোট বাবুর মুখ ধোবার জল দেওয়া হয়েছে।"

অনিলকুমার মুখ ধুইতে যাইবার জন্ত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল, বৃদ্ধ ভৃত্যের হস্ত হইতে হুকাটা লইয়া বলিলেন, "ভায়া, শোন শোন একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। পাত্রীটাকে আশীর্ব্বাদ করে আসাতো দরকার, চিরদিনের প্রচলিত প্রথা সেটা নষ্ট করা ঠিক নয়। তাই বল্‌ছিলুম কি জান ভায়া তুমি একবার যাও পাত্রীটিকে আশীর্ব্বাদ করে এস। এক কাজে দু'কাজ হবে অখন, পাত্রীটিকে আশীর্ব্বাদও করা হবে ,—নতুন ঠাকুমটিকে দেখে আসাও হবে। সেই ভাল কথা তুমি একবার যাও।"

ঠাকুরদাদার এই কথায় অনিলকুমারের সহসা একটা কথা মনে পড়িল। ঠাকুরদাদাকে এই বিবাহ হইতে নিবারিত করিতে না পারিয়া সে বালিকার জন্ত সত্যই অধীর হইয়া পড়িয়াছিল ,—ঠাকুরদাদার কথায় তাহার মনে হইল বিবাহ তো অন্ত দিক হইতেও রোধ

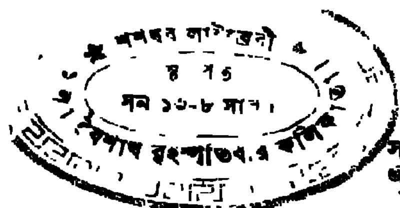
হইতে পারে। পাত্রী আশীর্ব্বাদ করার অছিলায় তাহার এখনি দীনবন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হওয়া উচিত, এবং তাহার কন্তার ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাহাকে এ বিবাহ হইতে নিবারিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সে তাহার ঠাকুরদাদার কথার উত্তরে এবার বেশ অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল, "আচ্ছা দাদামশাই তাহ'লে আমি মুখ ধুয়ে কেবল এক পেয়ালা চা খেয়ে পাত্রী আশীর্ব্বাদ করে আসি।"

পৌত্রের এ কথায় বসু মহাশয় একবার পৌত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "কি ভায়া মতলবটা কি ;—বিয়েটীতে ভাঙ্‌চি টাঙ্‌চি দেবার ইচ্ছে আছে নাকি। কিন্তু ভায়া এ বিয়ের আর ভাঙ্‌তি দেবার আছে কি? তুমি বড় জোর পাত্রীর বাবাকে বল্‌তে পারো পাত্র বুড়ো ;—মর্ব্বার দেরী নেই,—আজ বাদে কাল তোমার মেয়ে বিধবা হবে। এ কথা বলাই বাহুল্য পাত্রীর বাবা নিজের চোখেই সব দেখে গেছে,—পাত্রের আগা গোড়া তার জানতে কিছুই বাকি নেই তখন তুমি আর ভাঙ্‌তি দিয়ে কি কর্ব্বে বল। আচ্ছা ভায়া একটা স্পষ্ট কথা বলি আমার এ বিয়েতে সকলিই আনন্দিত কিন্তু তুমি এমন হয়ে বাড়্‌ছ কেন? বলি-

ঠাকুর দাদার এ জিনিষটিতে লোভ পড়্‌লো নাকি হে? স্পষ্ট বল তোমার লোভ হয়ে থাকে,—আমি এখনি ছেড়ে দিতে রাজি আছি। প্রাণে একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু তোমার জন্তে এ ত্যাগটুকু স্বীকার কর্ত্তে পার্ব্বো।"

ঠাকুরদাদার এই কথায় যেন কেমন একটা ঘৃণায় অনিলকুমারের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,—সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুরদা আপনি যে কি বলেন তার কোন ঠিক নেই। দুদিন আগে তো আপনি এমন ছিলেন না। আপনি আমায় এমনই হীন ভাবেন যে আপনি যাকে বিয়ে কর্ত্তে যাচ্ছেন আমি তার উপর কুদৃষ্টি দেব। ছি, ছি, এমন কথাও আপনার মুখে শুন্‌তে হলো। আপনি কি জানে না যে আমি জীবনে কখন বিয়ে কর্ব্বো না। বিয়ে করাটা আমি কাপুরুষতা মনে করি। ইচ্ছে করে যে নিজের পায়ে বেড়ী দিতে চায় তার চেয়ে মুখ্য আর কে আছে।"

পৌত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বসু মহাশয় হস্তস্থিত বাঁধান হুকায় মৃদু মৃদু টান দিতে ছিলেন—আর ফুর ফুর করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছিলেন,—নাতির মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "হয়েছে ভায়া যথেষ্ট হয়েছে। সকাল বেলা,—বুড়ো ঠাকুরদাদাকে যাচ্ছে তাই কতকগুলো,



মুখ্যু টুখ্যু গালাগালি দিয়ে লাভ কি? তুমি যখন বিয়ে কর্ব্বেই না,—তখন আমাকে তো বংশটা রাখ্‌তে হবে। চৌদ্দ পুরুষ যে একটু জলের জন্যে চাতক পাখীর মত তেষ্টায় ছাতি ফাটিয়ে চেঁচাবে তাতো আর হতে পারে না। তা তুমি আমায় যাই বলেই গালাগালি দাও,—আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমায় এ বিয়ে কর্ত্তেই হবে।"

অনিলকুমার ঠাকুরদাদার কথার উত্তরে আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সম্মুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া সে মুখের কথা ঠোঁটেই আবদ্ধ করিল। কল্যান হক্ কল্যান হক্ বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসু মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া বসু মহাশয় আবার বলিলেন, "ভট্‌চাজ্‌ তোমাদের ছোট বাবু তো সকাল থেকে আমায় যাচ্ছে তাই কচ্ছেন। কিন্তু এ যাচ্ছে তাই করবার যে কি কারণ তাতো আমি কিছুই খুঁজে পাইনি। আচ্ছা ভট্‌চাজ্‌ তুমিই বলো, আমি যে দীনুর মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে সম্মত হয়েছি,—এটা কি আমি অন্যায় কজ করেছি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়—ঘাড় নাড়িয়া তখনই উত্তর দিল, "আজ্ঞে না,—এর কোন জায়গাটীতে অন্যায় নেই,—এটা

অতি মহৎ কাজ। ভদ্রলোককে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার চেয়ে কি আর কিছু পুণ্যের কাজ আছে?"

অনিলকুমার একটা বিস্মৃতির দৃষ্টিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "পুণ্যের কাজ! তের বছরের একটা মেয়েকে সত্তোর বছরের একজন বুড়োর বিয়ে করা পুণ্যের কাজ। না আর আমি কোন কথা বল্‌তে যাইনি। ঠাকুরদাদা আপনি শুধু হুকুম করুণ আমাকে কি কর্ত্তে হবে, আমি কচ্ছি।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এই তো ভায়া কথার মত কথা। মিলে মিসে কাজ কর্ম্ম করাইতো ভালো। যাও মুখ ধুয়ে চা খেয়ে পাত্রীটাকে আশীর্ব্বাদ করে এস,—তারপর আবার বাজার কর্ত্তে বেরুতে হবে।"

অনিলকুমার আর কোন কথা কহিল না। ক্ষোভে দুঃখে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল,—সে ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অনিলকুমার বাহির হইয়া পড়িল। বসু মহাশয় তখন কাছারি বাটীতে যাইয়া বসিয়াছিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্মুখে বসিয়া একখানা পঞ্জিকা খুলিয়া বিবাহের লগ্নটা স্থির করিতে ছিল। পৌত্রকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বসু মহাশয় মাথাটা তুলিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া,—একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছ, এই তো চাই,— এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা,—বাপের বিয়ে দেখাই লোকের অদৃষ্টে ঘটে না এ একেবারে ঠাকুর দাদার বিয়ে। ওরে কে আছিস্ শিগ্‌গির জুড়ীটা জুতে আন্‌তে বল।"

অনিলকুমারের প্রাণের ভিতর কি হইতেছিল সে কেবল জানেন অন্তর্য্যামী, সে মাথাটা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না আর জুড়ীটা জুতে আনতে হবে না,—আমি হেঁটেই যাচ্ছি। এই তো কাছেই,—সকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে বেশ যেতে পার্ব্বো।"

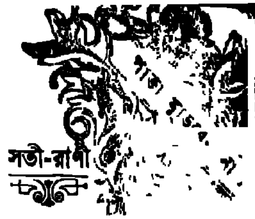
বসু মহাশয় ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, "সে বেশ কথা এক কাজে দুই কাজই হবে,—বেড়ানকে বেড়ান পাত্রী

আশীর্ব্বাদকে পাত্রী আশীর্ব্বাদ। দীনুর বাড়ীটা চেন তো ভায়া,—না লোক সঙ্গে দিতে হবে ?"

আপনা হইতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস অনিল কুমারের প্রাণের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল,—সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বাড়ী চিনি না বটে,—ঘোষ পাড়াটা চিনি, সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে ঠিক চিনে নিতে পার্ব্বো।"

ভট্টচোর্য্য মহাশয় তাড়াতাড়ি বলিল, "ছোটবাবুর সঙ্গে না হয় আমি যাই। আশীর্ব্বাদের সময় একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিত থাকা বিধি।"

বসু মহাশয় বেশ একটু চড়া পর্দ্দায় ববিলেন, "ও রেখে দাও তোমার বিধি—বুড়োর বিয়েতে কি আর অত বিধি মান্‌লে চলে। তুমি যাবে কি ভট্‌চাজ্‌ সকলের কি এখন এককাজে যাওয়া চলে। আজ বাদে কাল গায়েহলুদ ব্যাপারটাতো বড় সোজা নয়। তুমি বরং কাল গায়েহলুদে কি কি জিনিষ প্রয়োজন তার একটা ফর্দ্দ করে ফেল,—কাজ কতকটা এগিয়ে যাক। যাও ভায়া আর দেরী করো না দুপুরের ট্রেনেই—তোমায় আবার কল্‌কাতায় যেতে হবে। ক'নের কাপড় জামা গুলো কিনে আন্‌া চাই তো।"



অনিলকুমার কোন কথা কহিল না কেবল একটা ক্ষুদ্র ঘাড নাড়িয়া দীনবন্ধুর বাটীর উদ্দেশ্যে কাছারি বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পাড়া গাঁয়ের আব্‌ড়ো খাব্‌ড়ো ইটের পাকা রাস্তা,—দুই ধারে খানা, ডোবা ও আগাছার বোন। বর্ষার জলে তাহা একেবারে পরিপূর্ণ। তাহা হইতে ভেককুল তারস্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে। অনিলকুমার এই পৈশাচিক বিবাহের কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই রাস্তার উপর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল হিন্দু সমাজের কি অধঃপতন। অশীতিপর বৃদ্ধ তাহার দশবার পত্নী বিয়োগ হইলেও সে অনায়াসে আরো দশবার বিবাহ করিতে পারে কিন্তু দ্বাদশবর্ষিয়া বলিকার যদি স্বামীর মৃত্যু হয় তবে তাহার চিরদিনের জন্ত ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করিতে হইবে। একি বৈসম্য! যে সমাজের পুরুষ এত স্বার্থপর সে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য। এই অশীতিপর বৃদ্ধ ত্রয়োদশবর্ষিয়া বালিকাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, সমাজ এ বিবাহও ধর্ম্ম বিবাহ বলিয়া অনুমোদন কবিবে। হায়রে সমাজ! এমন সমাজ না হইলে আজ আমাদের এত অধঃপতনই বা হইবে কেন! স্ত্রীলোকদিগের জন্ত একরূপ আর পুরুষদিগের জন্ত অন্তরূপ এই বৈষম্য প্রথা যাহারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন,—অনিলকুমার মনে মনে তাহাদের

আও নরকে গমনের নানারূপ সোজা প্রস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই সকল কথা যতই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল ততই তাহার হিন্দু সমাজের উপর—হিন্দু জাতির উপর একটা মর্ম্মান্তির ঘৃণা হইয়া যাইতে লাগিল। সে এই সকল কথার ভিতর এমনি নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যে সে যে দীনবন্ধু ঘোষের বাটী যাইবার জন্ত বাটী হইতে বাহির হইয়াছে সে খেয়ালটুকুও আর তাহার ছিল না। প্রায় পনোর কুড়ি মিনিট চলিবার পর সহসা সেই কথাটা মনে হওয়ায় সে রাস্তার মধ্যস্থলে সহসা থমকাইয়া দাঁড়াইল,—আসে পাশে একবার চাহিয়া দেখিল কতদূর আসিয়াছে। কিন্তু সে যে কোন পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ঠিক খেয়াল করিতে পারিল না,—কারণ পাড়ার এক্ষণে বড একটা পাডত্ব কিছুই নাই। চারিদিকে কেবলই শুধু ভগ্নস্তুপ। রাস্তার দুই পার্শ্বেই অনেক বাড়ী আছে বটে, কিন্তু কোনটাতেই লোক নাই। কালের প্রকোপ দেখাইয়া প্রত্যেক বাটীর উপরেই বড বড় বৃক্ষ ছাদ ফুড়িয়া ঠেলিয়া উঠিয়া যেন ধ্বংশের জয় পতাকা তুলিয়া ধরিয়াছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নাই। অনিলকুমার মহাফাপরে পড়িল। আর অগ্রসর হইবে কিনা এক্ষণে সেই চিন্তাটাই তাহার অধিক হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু রাস্তায় একস্থানে এরূপ ভাবে

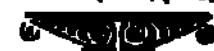
দাঁড়াইয়া থাকাও যুক্তি সঙ্গত নহে। সে আবার একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর, অনিলকুমারের দৃষ্টি রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটী পুষ্করিণীর উপর পতিত হইল। পুষ্করিণীটী রাস্তার একেবারে লাগোয়া। চারিপার্শ্বে চারিটী সান বাধান ঘাট। ঘাটগুলি কালের প্রকোপে স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় নাই। চারি পাড়ে বড় বড় বৃক্ষ,—বৃক্ষের মোটা মোটা ডালগুলি সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিয়া পুষ্করিণীর জলটুকু যেন ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এক সময় যে কোন ধনী ব্যক্তি এই পুষ্করিণীটা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া খনন করিয়াছিলেন, তাহা একবার পুষ্করিণীটির দিকে দৃষ্টি পড়িলে কাহারও বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না। সেই পুষ্করিণীর ঘাটের উপর একটী বালিকা স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে একটা পিতলের কলসীতে জল ভরিতে ছিল। রাস্তায় জনপ্রাণী নাই, পল্লী জননীর নিস্তব্ধ নীরব নিকুঞ্জের ভিতর হইতে দয়েল পাপিয়ার তান মাঝে মাঝে উত্থিত হইয়া যেন চারিদিকে শান্তি ছড়াইয়া দিতেছে। কোন পাড়ায় আসিয়াছে সেইটুকু তখন জানা অনিলকুমারের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, সে বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রায় পোনর কুড়ী মিনিটের পথ অতিক্রম করিয়া

আসিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত তাহার সহিত একটা লোকেরও সাক্ষাৎ হয় নাই। সে আসে পাশে সম্মুখে ও দূরে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কিন্তু কোথায়ও মানুষের চিহ্ন দেখিতে পাইল না। এক্ষণে এই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত উপায় নাই। সেইটুকু বালিকার নিকট হইতে জানিবার জন্য অনিলকুমারকে বাধ্য হইয়া সেই ঘাটের সম্মুখে আসিয়া আবার দাঁড়াইতে হইল। বালিকা নিজ মনে কলসীতে জল ভরিতেছিল, সহসা ঘাটের উপরে চাহিবা মাত্র তাহার দৃষ্টি অনিলকুমারের উপর পতিত হইল। ঘাটের উপর একজন অপরিচিত লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বালিকার সর্ব্বাঙ্গ যেন লজ্জায় সংকুচিত হইয়া পড়িল। সে তাহার অঙ্গের সিক্ত বস্ত্র যতদূর সম্ভব সংযত করিয়া লইয়া জলের ভিতর কয়েক পদ নামিয়া গেল ও কলসীর তাড়নে দুই পার্শ্বের জল সরাইয়া দিয়া,—কলসীটী জলের ভিতর ডুবাইয়া ধরিল। দুই চারিবার মাত্র বগ্‌ বগ্‌ করিয়া কলসী জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, বালিকা দুই হস্তে কলসীটা ধরিয়া ঘাটের উপর আনিয়া রাখিল। অনিলকুমার এক দৃষ্টে বালিকার দিকে চাহিয়া বালিকার এই কলসীতে জলভরা দেখিতেছিল সহসা বালিকা তাহার উপরের দিকে চাওয়ায় তাহার দৃষ্টি বালিকার দৃষ্টির সহিত সম্মিলিত হইল। ঠিক

সেই সময় পুকুরের পাড়ের একটা গাছের মাথার উপব হইতে একটা জংলা পাখী বৌ'কথা কও বলিয়া উড়িয়া গেল। অনিলকুমারের মনে হইল প্রাণের একটা গুপ্ততার কে যেন ঈষৎ নাড়িয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত বুকটা দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বালিকার দিকে চাহিতে তাহার কেমন ভয় হইতে লাগিল। সে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ঘাটের এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইল। বালিকা ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া সিক্ত বস্ত্রগুলি যথাস্থানে ঠিক করিয়া দিয়া কলসীটী কক্ষে তুলিয়া লইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘাটের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বালিকার তালে তালে পা ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে কলসীর পরিপূর্ণ জল ছলাং ছলাৎ করিয়া ঘাটের উপর পড়িয়া বালিকার মরাল গতির স্বপ্রাধান দিতে লাগিল। অনিলকুমারকে ঘাটের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বালিকা লজ্জায় মহা সঙ্কুচিত ভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল,—অনিলকুমার মহা ব্যস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "ওগো শোন।"

অনিলকুমারের স্বর বালিকার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র বালিকা লজ্জায় মহা জড়সড় হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। লাজ বিজড়িত নয়নে অনিলকুমারের মুখের দিকে অবাক

ভাবে চাহিল। এতক্ষণ অনিলকুমার বালিকাকে ভালো করিয়া দেখে নাই,—এইবার তাহার দৃষ্টি বালিকার সর্ব্বাঙ্গের উপর ছড়াইয়া পড়িল। বালিকার সর্ব্বাঙ্গের উপর সৌন্দর্য্যেররাণী যেন তাহার সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছেন। নারীর সমস্ত সুষমায় বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ঢলঢল করিতেছে,—যেমন মুখ চোক তেমনি রংয়ের বাহার,—ভ্রমরকালো চুলগুলি পৃষ্ঠের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া পায়ের গোড়াটী চুম্বন করিতে উদ্যত। নারীর এত রূপ,—এত চুল অনিলকুমার পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই। এই খানা ডোবা বন জঙ্গলের ভিতর এমন সুন্দরী বালিকা যে থাকিতে পারে, সে ধারণাটুকুও সে কোন দিন করিতে পারে নাই। পল্লীগ্রামের মেয়ে সুন্দরী হইতে পারে না এইটাই ছিল তাহার আজন্মের সংস্কার। কিন্তু একি। এ বনের ভিতর এ পারিজাত কেমন করিয়া ফুটিল। অনিলকুমারের মনে হইল সৌন্দর্য্যের রাণী আজ যেন মুর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বালিকা যে অবিবাহিত বালিকাকে দেখিবা-মাত্রই অনিলকুমার সেটুকু বুঝিয়াছিল, তবে তাহার বয়স যে কত তাহা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না,—তবে তাহার মনে হইল বালিকার বয়স পরিপূর্ণ ত্রয়োদশ



কিংবা সবে মাত্র চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিতেছে। অনিলকুমার পলক শূন্য নয়নে বালিকার সেই অপূর্ব্বরূপ দেখিতেছিল, সে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল যে বালিকা তাহার প্রশ্নের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সহসা কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ হওয়ায় অনিলকুমারেব চমক ভাঙ্গিল। বালিকা কিছুক্ষণ অনিলকুমারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহাকে কোন প্রশ্ন করিতে না দেখিয়া অতি লজ্জিত মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমায় ডাক্‌লেন?"

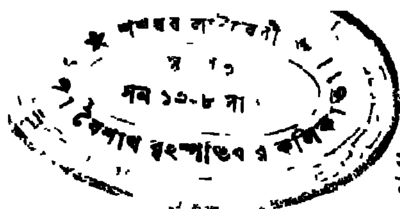
অনিলকুমাব মহা ফ্যাসাদে পড়িল,—বালিকার স্বর তাহার কর্ণের ভিতব প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা ওলোট পালট আরম্ভ হইয়াছিল। সে যে বালিকাকে কেন ডাকিয়াছে সেটারই খেই হারাইয়া বসিল যে, বালিকাকে কি যে প্রশ্ন করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অথচ বালিকা উত্তরের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অনিলকুমার তাড়াতাড়ি একটা অর্থহীন প্রলাপের মত যাহা তাহা প্রশ্ন করিয়া বসিল, "তোমার এখনও বিয়ে হয়নি?"

অনিলকুমারের এই প্রশ্নে বালিকা যে শুধু একটু অবাক্ হইল তাহা নহে,—বেশ একটু সংকোচিত হইয়া পড়িল। এই অপরিচিত যুবক, সহসা তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না



এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে কেন? বালিকা ইহার ভাল মন্দ কিছুই বুঝিল না,—সে একবার একটা বিস্মৃতির দৃষ্টিতে অনিলকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাটীর দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অনিলকুমার আবার তাহাকে বাধা দিল,—কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই অনিলকুমার বুঝিয়াছিল এ অযথা প্রশ্ন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করা তাহার ভালো হয় নাই। কোন অপরিচিত ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া বালিকাকে তোমার বিবাহ হয় নাই ইহা অপরিচিত পুরুষের জিজ্ঞাসা করা শুধু অসঙ্গত নয় অভদ্রচিত। সে দোষটাকে ঢাকিবার জন্য অনিলকুমার আবার তাড়াতাড়ি বলিল, "রাগ করে একেবারে চলে যেওনা,—একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে অযথা প্রশ্ন করে যে অপরাধ করেছি তার জন্যে একটু ক্ষমা চাইবার আমায় অবসর দাও। তোমার বিয়ে হয়েছে কিনা এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করা শুধু অসঙ্গত নয় অভদ্রচিত, কারণ তোমার বিয়ে হক্ আর না হক্ তাতে আমার কিছু আস্‌বে যাবে না। আর তাছাড়া আমার মতের ওপরও তোমার বিয়ে নির্ভর করে না। এই জন্যে আমি যে অযথা প্রশ্ন করে অপরাধ করেছি—তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

সত্তর বৎসরের ঠাকুরদাদা একটা ত্রয়োদশ বর্ষিয়া



বালিকাকে বিবাহ করিতে উন্মত এইটুকু জানিবার পর হইতেই তাহার সমস্ত মাথাটা বেঠিক হইয়া গিয়াছিল। সে যে কি বলিল,—তাহা বালিকা বুঝিতে পারিল কিনা তাহা জানিবার বা বুঝিবার তখন তাহার অবসর ছিল না, সে কথা গুলা তরতর করিয়া বলিয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিল। বালিকা অবাক হইয়া অনিলকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল অনিলকুমার নীরব হইবা মাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে একটা বিস্মৃতির স্বর আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিল, "পাগল নাকি!"

বালিকা দ্রুতপদে অগ্রসর হইবার জন্য ফিরিতে উদ্যোগ করিয়াছিল,—কিন্তু অনিলকুমার মহা উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি ঠিক ধরেছ,—আমার এ ছিট হয়েছে হিন্দু সমাজের আক্কেল দেখে। সত্তোর বৎসরের বুড়ো যার মরবার আর তিন দিনও বাকি নেই, সে যদি একটা তের বছরের মেয়ে বিয়ে করে তাহ'লে সমাজ বল্‌বে বেশ করেছ,—একিই বলে মহৎ কাজ। হিন্দু শাস্ত্রও চমৎকার,—সেও অমনি নজির দেখিয়া সায় দিয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ের বিয়ে যদি পয়সার অভাবে তের বছরে দিতে না পারো,—তা'হলে আর রক্ষে নেই,— সমাজ অমনি ধোপা নাপিত বন্ধ করবেন। আব শাস্ত্র

সঙ্গে সঙ্গে তাকে বেজাত করে দিবে। পুরুষের বেলা ছুশোটা বিয়েতেও দোষ নেই,—যত দোষ মেয়েদের বেলা।"

বালিকা অনিলকুমারের কথার কোনই অর্থ বুঝিল না, সে এই লোকটা সত্যই পাগল কিনা তাহারই বোধ হয় সঠিক মীমাংসা করিবার জন্য অবাক ভাবে আবার তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। অনিলকুমার আপন মনে বলিয়া যাইতেছিল,—"তোমরা বলবে পুরুষের দোষ নেই,—আমিও বলি কিছু না, পুরুষরা যে দেবতা, তাদের কি কোন দোষ থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে যদি একটা সত্তর বছরের বুড়োর বিয়ে হয়,—তাকে কি তুমি বর বলে গ্রহণ কর্ত্তে পার,—না তাকে তোমার পছন্দ হয়।"

অনিলকুমারের কথায় বালিকার মুখখানি ভার হইয়া উঠিল, সে ঠোঁটটা একবার ফুলাইয়া গমনের চেষ্টা করিল অনিলকুমার ঘাড় নাড়িয়া আবার বলিল, "দাঁড়াও আমি এ বিষয় তোমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে চাই। তুমি তো বেশ মেয়েটী, তোমার নাম'টী কি?"

বালিকার মুখ চোকের উপর একটা হাসির রেখা খেলিয়া গেল, সে অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমার নাম সতী।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অনিলকুমারের যেন বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল," সতী। কি মধুর। যেন

একটা উচ্ছ্বাস। সেই দক্ষের দুহিতা সতী,—সেই শিবের ঘরণী সতী,—সেই পতি পাগলিনী সতী। সেই সতী আর এই সতী। বলতে পারো এ দুয়ের মধ্যে কে মনস্বিনী?"

অনিলকুমারের দিকে সতী একটা বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠোঁট দুইখানা ঈষৎ ফুলাইয়া দ্রুত গতিতে বাটীর দিকে অগ্রসর হইল। কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াই অনিলকুমার আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। বালিকা যে তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল তাহাও তাহার খেয়াল হইল না। তাহার যখন চমক ভাঙ্গিল তখন বালিকা তাহার নিকট হইতে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি সুউচ্চে স্বরে বালিকার দিকে চলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দীনবন্ধু ঘোষের বাড়ী কোথায় জান?"

বালিকা কোন উত্তর দিল না কেবল সম্মুখে অঙ্গুলী দেখাইল। অনিলকুমারের মুখ হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন বাহির হইবার পূর্ব্বেই সতী রাস্তায় বাঁক ঘুরিল। অনিলকুমার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হায় নারী তোমাদের লজ্জাটুকুই তোমাদের সর্ব্বনাশের মূল। লজ্জা ছেড়ে পুরুষের সঙ্গে লড়াই দিয়ে চীৎকার করে বল,—তোমাদের জবরদস্তি আর আমরা মানবো না,—মানতে পার্ব্বো না,—মানা উচিত নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দীনবন্ধু প্রাতঃকৃত্য সমার্পণ করিয়া শয়ন কক্ষের সমুখস্থ বারান্দার এক ধারে উচু হইয়া বসিয়া একটা কলিকায় অগ্নি সংযোগ করিতেছিল, সেই সময় অভয়া স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে ঘাট হইতে একরাশ মাজা বাসন লইয়া ফিরিল। সে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর দোরের কাজ সারিয়া,—বাসন মাঝিতে ঘাটে যাইত,—আজও গিয়াছিল। সে তাহার হস্তস্থিত মাজা বাসনগুলো বারান্দার এক পার্শ্বে যাইয়া নামাইয়া রাখিল। দীনবন্ধুর প্রাণটা কাল হইতে একেবারে চিন্তায় ভরাট হইয়াছিল, বাসন রাখার শব্দে সে যেন একটু বিচলিত হইয়া পেছন ফিরিয়া চাহিল। স্বামীকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া অভয়া বলিল, "ওগো কি স্থির কল্লে? আমার তো বাপু বুকের রক্ত শুকিয়ে কাট হয়ে গেছে। ওই দুধের বাছাকে কেমন করে ওই বুড়োর হাতে সপে দেবে। জেনে শুনে মেয়েটার এমন সর্ব্বনাশ কখন কি করা যায়। এর চেয়ে মুখ্যু সখ্যু যেমন তেমন ছেলের হাতেও ধরে দেওয়া ভালো,—যাই হক্ মেয়ের নোয়া সিঁন্দুরটুকুতো বজায় থাকবে?

দীনবন্ধু পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া পত্নীর এই কথাগুলা স্থির হইয়া শুনিতেছিল। পত্নীর কথাগুলা যেন অগ্নি গোলোক হইয়া এক একখানা করিয়া তাহার বুকের সব কয়খানা পাঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। পত্নী নীরব হইবামাত্র সে হস্তস্থিত টিকাখানা ভাঙ্গিয়া কলিকার উপর দিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "গিন্নি বুঝি সব, কিন্তু বুঝে কি কচ্ছি বলো! তেমন মুখ্যু সুখ্যুই বা ছেলে পাই কোথায়? এই দু'বছর থেকে চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু কই সেই মুখ্যু সুখ্যু ছেলেই বা পেলুম কই? গিন্নি কোন দিন তো বিদ্যান কি বড়লোক পাত্র খুঁজিনি। আমাদের যেমন অবস্থা তেমনি পাত্রই খুঁজেছিলুম কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের গুণে তাও মিল্‌লো কই। গিন্নি মিছে ভেবো না,—বোস মশাইকে যখন কথা দিয়ে এসেছি, তখন আর কথার খেলাপ করে কোন লাভ নেই। মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। মেয়েটার অদৃষ্ট যদি ভালোই হবে তবে আর সে আমাদের ঘরে জন্মাবে কেন বলো। আইবুড়ো মেয়ে যখন বাড়ীতে রাখা যায় না তখন আর কিছু ভাববার দরকার নেই। যা থাকলে ভালো মন্দ বিবেচনা করা চলে তাই যখন আমাদের নেই, তখন সে কথা চিন্তা করবারও আমাদের

অধিকাব কি ? কোন দিন মেয়েটাকে ভালো খাওয়াতেও পারিনি, কোন দিন মেয়েটাকে ভালো পরাতেও পারিনি কিন্তু তবু মেয়েটার মুখে হাসি ধরে না। গিন্নি গরীবের সংসারে অত হাসি ভালো নয়, এস আমরা দু'জনে মিলে তার মুখের হাসি চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিই।"

অভায়া কাট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সিক্ত বস্ত্র বহিয়া এতক্ষণ টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল,—এইবার নয়ন ফাটিয়া গণ্ড বহিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, দীনবন্ধু আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "গিন্নি চোখের জল ফেল না, চোখেব জল ফলে কি কর্ব্বে বল ? চোখের জলে কর্ম্মফল ধুয়ে মুছে যায় না। যেমন অদৃষ্ট করে এসেছ তেমনি তো তাব ফল ভোগ কর্ত্তে হবে। যাক্ ভেব না,—কেঁদ না,—বুক বাঁধ আমার সংসাবে এসে অনেক দুঃখ সহ্য কবেছ, এটুকুও সহ্য কব।"

অভয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিল, জড়িত কণ্ঠে বলিল, "মেয়েটাব এমনি পোড়া অদৃষ্ট। ছেলে মেয়ে যখন ভগবান আমার দেননি তখন তো না দিলেই পার্ত্তেন। সতীমার কাছে মাথা খুঁড়ে শেষ মেয়ে পেলুন। এমন মেয়েতো তার না দেওয়াই ভালো ছিল। আমি তাঁর কাছেতো

কোন অপরাধ করিনি যে তিনি আমার এত যন্ত্রণা দিচ্ছেন। গরীবের উপর ভগবান নির্দ্দয়!"

দীনবন্ধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ভগবান নির্দ্দয় কারো উপর নয়। আমাদের কর্ম্ম ফল আমরা ভোগ কচ্ছি, ভগবানের অপরাধ কি গিন্নী?"

অভয়া আবার কি একটা কথা বলিতে যাইতে ছিল কিন্তু কন্যাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সে নীরব হইল। সতী জননী ও পিতার সম্মুখীন হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা আমি নাইতে যাচ্ছি।"

অভয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিল, মৃদু স্বরে বলিল, "যা, শিগগির আসিস্।"

সতী উঠানের মাঝখানে একটা দড়িতে একখানা গামছা ঝুলিতেছিল, সেইটা কাধে ফেলিয়া খিড়কির পুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে যাইতেছিল, অভয়া কন্যার দিকে চাহিয়া বলিল, "নাইতে যখন যাচ্ছিস্ যা দীঘি থেকে নেয়ে আয়। বেলা ঢের হয়েছে, আমি আর যেতে পার্বো না, খাবার জল নেই, নেয়ে আস্বার সময় অমনি বড় কলসীটা করে এক কলসী জল নিয়ে আসিস্।"

সতী ঘাড় নাড়িয়া জননীর কথাটায় সায় দিয়া রন্ধন গৃহের পার্শ্বস্থিত একটা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল

ও একটা প্রকাণ্ড কলসী লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, এতে যে একটু জল রয়েছে।"

অভয়া কন্যার কথার উত্তরে বলিল, "ওই ভাঙ্গা বাল্‌তীটাতে রেখে যা।"

সতী কলসীর জলটুকু উঠানের এক পার্শ্বে রক্ষিত একটা ভাঙ্গা বাল্‌তীতে ঢালিয়া রাখিয়া, কলসীটা কক্ষে তুলিয়া লইয়া হেলিয়া দুলিয়া শত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। দীনবন্ধু তখন তাহার চির প্রিয় থেলো হুকাটায় মৃদু মৃদু টান দিতে ছিল। কন্যা চলিয়া গেলে সে অভয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "গিন্নি ঐ মেয়েকে জবাই কর্ত্তে হবে। কিন্তু না করেও উপায় নেই। এক একবার ভাবি থাক্ মেয়ে আইবুড়ো,—যায় জাত যাক্। কিন্তু আবার ভাবি সবই তো গেছে,— জাতটাও শেষ যাবে। না আর ভাববো না, মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে হোক্।"

দীনবন্ধু হুকাটা এক পার্শ্বে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, সেই সময় বাহির হইতে রসিকের স্বর ভিতরে আসিল "বলি দীনু বাড়ী আছ হে, দীনু—ওহে দীনু।"

দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, "কে রসিক? দাঁড়াও ভাই যাচ্ছি।"

অভয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে? ওপাড়ার রসিকবাবু বুঝি। বড ভালো লোক আমাদের ঢের করেছে।"

দীনবন্ধু ঘাডটা নাড়িয়া বলিল, "হা রসিকই বটে। যাই শুনিগে বোস মশাই কি বল্লেন। রসিকের আজ ভোরেই তার বাডী যাবার কথা ছিল। যাও গিন্নি আর ভেব না, কাজ কর্ম্ম করোগে যাও। মেয়ের বিয়ে যখন দিতেই হবে, আর আমাদের যখন অবস্থা খারাপ তখন বুড়ো ছোড়া বাছবার আমাদের কোন অধিকার নেই।'

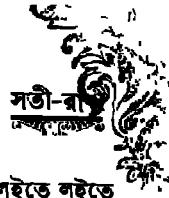
দীনবন্ধু পত্নীর দিকে আর না চাহিয়াই রসিকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম তাডাতাড়ি বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। রসিক বাহিরে ঠাকুরদালানের অর্দ্ধভগ্ন চাতালটার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল বাটী হইতে বাহির হইয়াই বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বোস মশাই, কি বল্লেন। বিয়েটা পাকাতো?"

রসিক ঘাড নাড়িয়া বলিল, "একেবারে পাকা? আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তেই হ'লো না, গিয়ে দেখি ভট্‌চাজ্‌ বোসে গায়ে হলুদের ফর্দ্দ কচ্ছে। আমি যাবা মাত্র বোস মশাই নিজেই বল্লেন,—রসিক তুমি ভাই শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে এখনি একবার দীনুর বাড়ী

যাও। বুড়োর বিয়ে হ'লোও বিয়েতো বটে। নেম কর্ম্ম গুলো তো সবই কর্ত্তে হবে। দীনুকে টাকাটা দাও গে আর বিয়ের যা যা বন্দোবস্ত দরকার তুমি ভাই মেয়ের তরফ থেকে সেগুলো করগে যাও। নাও আর ভাববার ভাই সময় নেই। •যা আয়োজন দেখে এলুম তাতে করে লোকজন গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে বড় কম আসবে না। যাহ'ক তাদের খাওয়াবার বন্দোবস্তটাতো কর্ত্তে হবে।"

রসিক কোঁচার খুঁটটা খুলিয়া এক তাড়া নোট বাহির করিয়া সেগুলা এক একখানি করিয়া গুনিতে গুনিতে আবার বলিল, "ভাই জন্ম মৃত্যু বিবাহ এ তিনই ভগবানের হাত,—তিনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন। এক হিসেবে একথা আমি বলতে পারি মেয়ে তোমার সুখে থাকবে। আর তুমি যে জন্যে ভাবছ সে কথা কেউ বলতে পারে না। আমি কত দেখেছি তা জোয়ান তা জোয়ান কত মর্দ্দ বিয়ের দশ দিনও যায়নি, পটল তুলেছে। তোমার মেয়ের যদি অদৃষ্ট ভালো হয় কে বলতে পারে বোস মশাই আরো পঁচিশ তিরিশ বছর না বাঁচবে।"

রসিক নোটের তাডাটা দীনবন্ধুর হস্তে দিল,—দীন



বন্ধু নোটের তাড়াটা রসিকের হাত হইতে লইতে লইতে বলিল, "না ভাই আমি আর কোন কিছুই ভাব্‌ছিনি,—ভগবান যা করেন আমিও জানি ভালোর জন্যেই করেন। আর ভাই ভেবেই বা কচ্চি কি বলো না। সে কথা যাক্‌,—আমি তো ভাই কখন কোন কাজ কর্ম্ম করিনি,—তোমাকেই দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে এদায় থেকে উদ্ধার করে দিতে হবে।"

রসিক দীনবন্ধুর মুখের সম্মুখে ডান হাতখানা নাড়িয়া বলিল, "সে জন্যে তোমার কিছু ভাব্‌তে হবে না। রসিক একা এ রকম দশটা কাজ উদ্ধার করে দিতে পারে। কালকের বন্দোবস্ত আমি এখনি সব করে ফেলছি। তুমি ভাই চট্‌ করে একটা কল্কেতে একটু আগুন দিয়ে নিয়ে এসো—অনেকক্ষণ গুড়ুক খাওয়া হয়নি। এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়াও।"

দীনবন্ধু গুড়ুকের চেষ্টায় বাটীর ভিতর যাইবার জন্য ফিরিতে যাইতেছিল,—কিন্তু সম্মুখে অনিলকুমারকে আসিতে দেখিয়া সে বেশ একটু অবাক্‌ ভাবে আবার থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। রসিকও পথের দিকে চাহিয়াছিল,—অনিলকুমারকে দেখিবামাত্র সে বেশ একটু সুউচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিল, "ছোট বাবু যে! এসো—এসো। আমি এই মাত্র তোমাদের ওখান থেকেই আসছি।"

অনিলকুমার রসিক ও দীনবন্ধুর সম্মুখে আসিয়া বেশ একটু গম্ভীর হইয়া দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর্দ্দা আমায় আপনার কাছে পাঠালেন, আপনার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ—না—না আশীর্ব্বাদ আমার দ্বারা কেমন করে হবে। এই যাকে বলে পাকা দেখা,—সেটা সেরে আস্‌তে। এই নিন ফুল দশটা আর এই একখানা চিরুণী,—দেখে শুনে বুঝে নিন।"

অনিলকুমার পকেট হইতে দুইটী বাক্স বাহির করিয়া দীনবন্ধুর সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। একটী বাক্সতে দশটী জড়োয়া ফুল ও অপরটীতে একখানি জড়োয়া চিরুণী। জিনিষগুলি যে বিশেষ মূল্যবান তাহা তাহার জলজলে পাথরগুলিই প্রমান দিতেছে। দীনবন্ধু অনিলকুমারকে আসিতে দেখিয়াই মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সে যেন একটু কিন্তু ভাবে বলিল, "আপনি বোস মশায়ের নাতি আপনারা হ'লেন আমাদের গাঁয়ের জমিদার,—আপনাকে বসাবার স্থান আমাদের এ ভাঙ্গা বাড়ীতে নেই, তবে যখন এ গরীবের বাড়ীতে অনুগ্রহ করে এসেছেন তখন একটু না বসিয়ে আপনাকে আমি কিছুতেই ছাড়্‌তে পারিনি,—একটু অনুগ্রহ করে দাঁড়ান আমি আপনার বস্‌বার জন্যে বাড়ীর ভেতর থেকে যা হয় একটা কিছু এনে দিই।"

অনিলকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে আমার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি আপনার বাড়ীতে স্বইচ্ছায় আসিনি জান্‌বেন। ঠাকুর্দ্দা জোর করেই আমায় পাঠিয়েছেন। আমি তার নাতি,—তিনি আমায় মানুষ করেছেন কাজেই তাঁর হুকুম শুন্‌তে আমি বাধ্য। নিন আপনাদের জিনিষ আপনারা বুঝে নিন,—আমায় বিদেয় দিন। আপনাদের বাড়ীতে আমি বস্‌তে আসিওনি বস্‌তে চাইওনি।"

অনিলকুমারের এই রুক্ষ কথা গুলায় দীনবন্ধুর প্রাণে সত্যই আঘাত লাগিল। তাহার নয়ন পল্লব অশ্রু জলে ছলছল করিয়া উঠিল,—তাহার কণ্ঠ হইতে আর একটীও কথা বাহির হইল না,—কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। রসিক তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বস্‌তে চান না কেন? দীনুরা গরীব বটে কিন্তু—"

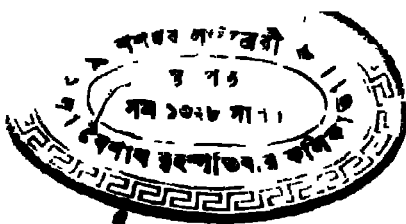
অনিলকুমার তাহাকে বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কিন্তু শুন্‌তে চাইনি,—কিন্তু শুন্‌তে আমি আসিওনি। রসিকবাবু বস্‌তে কেন চাইনি এটা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে আপনার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল না। আপ-নারা মানুষ না কি? একটা সত্তোর বছরের বুড়োর সঙ্গে

একটা তের বছরের মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কোন শাস্ত্র হিসেবে ?"

রসিক অনিলকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল ,—ঘাড নাড়িয়া বলিল, "এই কথা। কেন হিন্দু শাস্ত্র হিসেবে।"

অনিলকুমার বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিল, "আপনাদের এমন হিন্দু শাস্ত্রকে আমি সাডে চারশো বার বাওবা দিই। ছি,—ছি,—একবারও কি ভেবে দেখেছেন এ বিয়ের পরিণাম কি ? এর চেয়ে সে মেয়েকে ফাঁসি কাটে ঝুলিয়ে দেওয়া সেও ছিল ভালো।"

রসিক মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছোটবাবু তোমাদের ইংরেজি লেখা পডা শিখে চাল চলন বদ্‌লে দাঁডিয়েছে। তোম্‌রা এখন আর ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই মানো না। আমরা বুড়ো সুড়ো মানুষ আমরা ধর্ম্মটাও মানি ঈশ্বরেও বিশ্বাস করি। আমরা জানি যার যা অদৃষ্টে আছে তার তা হবেই। তাছাড়া জন্ম মৃত্যু বিবাহ এটাতো সম্পূর্ণই ঈশ্বরের হাত,—তোমরা যতই লেখাপড়া শেখ আর যাই বলো,—এর উপর কলম চালাতে পারে,—এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। যার যে স্বামী যার যে স্ত্রী তা তার জন্মাবার বহু পূর্ব্বে স্থির হয়ে যায়,—সেটা বদ্‌লাবার কোন উপায় নেই।"



অনিলকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আলবাৎ বদ্‌লোবে আর সে বদ্‌লাবারও বেশী দেরী নেই। যখন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠ্‌বে—যখন দেশের সমস্ত মেয়েরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে লড়াই দিয়ে চীৎকার করে বল্‌বে আমরা তোমাদের এ অন্যায় মানবো না তখন দেখ্‌বেন বদলায় কিনা। যাক্ আমায় মাপ কর্‌বেন আমি আপনাদের সঙ্গে এ কথা নিয়ে আলোচনা কর্ত্তে চাইনি। আপনারা যা ভালো বোঝেন করুণ,—আমি চল্লুম।"

অনিলকুমার আর দাঁড়াইল না,—প্রাণের ভিতর একটা মর্ম্মান্তিক দাহ লইয়া সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। দীনবন্ধু এতক্ষণ পাষাণের মত দাঁড়াইয়াছিল রসিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "রসিক বোস মশায়ের নাতি যা বলে মিথ্যে নয়।"

রসিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আরে ওকথা শোন কেন আজ কালকার ছোড়াগুলো ইংরেজি পড়ে একেবারে এক একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে পড়ছে। ওদের কি কাণ্ড জ্ঞান আছে। নাও আর দাঁড়িও না যাও একটা কল্কেতে একটু আগুন দিয়ে নিয়ে এস। এখনি গায়ে হলুদের সব যোগাড় যন্ত্র করে ফেল্‌তে হবে।"

দীনবন্ধু আর কোন কথা কহিল না, একটা কলিকাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া আনিবার জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। দীনবন্ধু বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা ও ছেলেটা কে এসেছিল?"

দীনবন্ধু উত্তর দিল, "ওটা বোস মশায়ের নাতি। বোস মশাই ওকে দিয়ে পাকা দেখার আশীর্ব্বাদ বাবদ এই ফুল চিরুণী পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অভয়া বলিল, "ছেলেটা কিন্তু বেশ।"

সতী উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দড়িতে কাপড় শুখাইতে দিতেছিল সে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ও—মা পাগল।"

পতি ও পত্নী উভয়েই বেশ একটু বিস্মিত ভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনিলকুমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন শ্রাবণ মাসের রৌদ্র রীতিমত কড়া হইয়া উঠিয়াছে,—রৌদ্রের দিকে চাহিবার উপায় নাই—চারিদিক একেবারে ঝলসাইয়া পুড়াইয়া দিতেছে। অনিলকুমার যে গতিতে দীনবন্ধুর বাটী পরিত্যাগ করিয়াছিল বরাবর সেই গতিতেই চলিয়া আসিয়াছে। ঘর্ম্মে তাহার অঙ্গের পাঞ্জাবীটি একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল,—বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সে দেখিল বাটীতে তখন মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। বাটীর উঠানের মাঝখানে সামিয়ানা টাঙ্গান হইতেছে। ফটকের দুই পার্শ্বের দুই নহবৎখানার সংস্কার প্রারম্ভ হইয়াছে। খোঁটা পুঁতিতে,—সামিয়ানা টাঙ্গাইতে, মেরাফ বাঁধিতে বহুলোক চারিদিকে লাগিয়া গিয়া'ছে। মহা উৎসবের মহা সূচনা—ইহারই মধ্যে রীতিমত ভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এই সকল আড়ম্বরের ঘটা দেখিয়া, সে কেবল মাত্র একবার মুখটা সিটকাইল,—তাহার পর পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া একবার মুখটা মুছিল। সে তাহার ঘর্ম্মসিক্ত জামাটা ছাড়িয়া ফেলিবার জন্য উঠান

পার হইয়া উপরে উঠিবার জন্য সিড়ির নিকট উপস্থিত হইয়াছিল সেই সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ছোটবাবু আপনাকে বাবু একবার ডাক্‌ছেন।"

অনিলকুমারের আর উপরে উঠা হইল না, তাহাকে আবার ফিরিতে হইল,--সে ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর্দ্দা কোথায় আছেনরে?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "আজ্ঞে তিনি ভেন ঘরে রহেছেন,—সেখানে উন্নুন টুন্নুন পাতা হচ্ছে কিনা,—তাই সেখানে সেই সব বন্দোবস্ত কচ্ছেন।"

অনিলকুমার ঘাড় নাডিয়া বলিল, "হুঁ।"

তারপর ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কে কে আছেরে?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "আজ্ঞে সেখাবে বডবাবু, ভট্‌চাজ্জী মশাই, আরো কে কে সব রহেছেন।"

অনিলকুমার আবার একটা হু বলিয়া,—ভেন ঘরের দিকে অগ্রসর হইল,—ভৃত্যও নিজের কাজে চলিয়া গেল। ভেন ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনিলকুমার দেখিল, তাহার ঠাকুরদাদাকে ঘেরিয়া তথায় চারি পাঁচজন লোক যেন সভা করিয়া বসিয়াছে। উনান কোন দিকে পাতিলে হাওয়া প্রবেশের কোন বিঘ্ন হইবে না,—সেই সভায়



সেই আলোচনাটাই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনিলকুমারকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বন্ধু মহাশয় মাথাটা তুলিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া,—তারপর খবর কি? তুমি কোন কিছু না বলেই ওপরে উঠে যাচ্ছিলে ব্যাপার কি হে। আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল? তোমার তো জানাই উচিত শুখবরটা জানবার জন্তে আমি রীতিমত চঞ্চল হয়ে রয়েছি। বিয়ের কাজ,—এতে ভাঙ্গচি পড়্‌তে কতক্ষণ? চারহাত এক না হ'লে আর বিশ্বাস নেই। মেয়েতো একেবারে ত্রিখণ্ডী হয়েছে,— তোমার কি আর হাটা ছুটি পোষায় তুমি হ'লে আমার চির দিনের আদুরে নাতি। সে যাক্ তারপর এখন শুনি পাত্রীকে আশীর্ব্বাদটা করা হয়েছে তো?"

এই বুড়োদের সভার ভিতর কোন কথা কহিতে অনিলকুমারের আদৌ ইচ্ছা দিল না। তাহার কেমন একটা মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে এই বুড়োরাই হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। ইহারা যত দিন বাঁচিয়া আছে ততদিন হিন্দু জাতির বা হিন্দু সমাজের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল অনিষ্ট সাধন করিয়া ধূমকেতুর মত ইহারা সমাজের উপর দিয়া ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে আবাহমান কাল হইতে একই

ভাবে চলিতেছে। ইহাদের ল্যাজের আঘাতে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—ও এখনও কত লোকের সর্ব্বনাশ হইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই। তাই ঠাকুরদাদার কথার উত্তরে যে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বিয়ের আনন্দে আপনার দেখ্‌ছি মাথাও বেঠিক হয়ে গেছে। আপনি যাকে বিয়ে কর্ব্বেন তিনি আমার ভক্তির পাত্রী, আশীর্ব্বাদের পাত্রী নন। আপনি আমায় কি বলে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে পাঠিয়েছিলেন?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "যথার্থ কথা ছোটবাবুর তিনি হবেন গুরুলোক,—ছোটবাবু কি তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে পারেন।"

আরও তিন চারিজন সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথায় সায় দিয়া উঠিল, "তাতো বটেই,—ছোটবাবু তাঁকে আশীর্ব্বাদ কিছুতেই কর্ত্তে পারেন না।"

বোস মহাশয় একটু বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "পারেন না জানিহে জানি। তবে যাদের লোকজন অল্প তাদের বেলা সবই হয়। ভায়েব বিয়েতে লোকে যখন দু'টাকা দিয়ে বৌভাতে ছেলে পাঠিয়ে নেমন্তন্ন রক্ষা করে তখন এটাও চলে। এটা তো ঠিক আশীর্ব্বাদ নয়,—এটা হ'লো সামাজিকতা,—লোকাচার বুঝ্‌লে।"

সকলই অমনি বলিয়া উঠিল, "ভায়ের বিয়েতে ছেলেকে যখন দু'টাকা দিয়ে বৌভাতের নিমন্ত্রণে পাঠান চলছে,—তখন এটা না চল্‌বার তো কোন হেতু নেই। লোক-জন কম হ'লে সবই চলে। ছোটবাবু এ বিয়েতে অতি অবশ্যই আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে পারেন।"

বসু মহাশয় তাঁহার পৌত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন। বুঝলে "ভায়া,—লোক অভাবে সবই চলে। তুমি শুধু শুধু এ রোদে ঘেমে গেলে আর এলে কাজ কিছুই হ'লো না।"

অনিলকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না একেবারে কাজ হয়নি এমন কথা বলা যায় না। কতকটা কাজ হয়েছে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি রকম! আশীর্ব্বাদের আবার অর্দ্ধেক কি রকম করে হয়?"

বসু মহাশয়ও বেশ একটু অবাকভাবে বলিলেন, "তাইতো ভট্টচাজ এ তোমাদের ছোটবাবু বলে কি? আশীর্ব্বাদ সেটাও আধাআধি হয়ে রইলো?"

অনিলকুমারের প্রাণের ভিতরটা একেবারে বিরক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল,—সে মহা বিরক্তভাবে তাহার দাদা

মহাশয়ের কথায় আবার উত্তর দিল, "কতকটা হয়েছে তার মানে হচ্ছে এই যে আপনি যা আমায় দিতে পাঠিয়ে ছিলেন সে গুলো আমি দিয়ে এসেছি।"

"বাস্ তাহ'লেই হ'লো।" বসু মহাশয় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বাবা পদ্মলোচন,—কল্কেটা একবার পালটাও।" তারপর নাতির মুখের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করি'লন, "তারপর পাত্রীটিকে দেখ্‌লে কেমন? দেখ্‌লে ভক্তি হয় তো?"

হু হু করিয়া চারিদিক হইতে মাঠের হাওয়া ছুটিয়া আসিতেছিল,—সেই হাওয়ায় অনিলকুমারের দেহের ঘামটা অনেকটা মরিয়া গিয়াছিল,—সে পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া মুখটা মুছিতে মুছিতে তাহার ঠাকুরদাদার কথায় উত্তর দিল, "পাত্রীটি যে কেমন তা আমি দেখিওনি তা দেখবারও আমার সাধ নেই। আমি সে সকল জিনিষ দীনবন্ধুবাবুকে দিয়ে এসেছি।"

পদ্মলোচন গুড়গুড়ির কলিকাটা বদ্‌লাইয়া দিয়া গেল, —বসু মহাশয় তাহার নলটা তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "বেশ করেছ। পাত্রীটি দেখওনি, আর দেখবার সাধও নেই,—এ কথাটা তো বড় ভালো ঠেক্‌ছে না,—যাকে নিয়ে দুদিন বাদে সংসার কর্ত্তে হবে তাকে দেখ্‌তে সাধ নেই

সে কেমন কথা হ'লো? ভায়া তুমি যে দেখ্‌ছি আগে থেকেই পৃথক হ'তে চাও। এ কথাটা তো বড় ভাল নয়। এত করে তোমায় মানুষ কল্লেম আমি আর তুমি কিনা ভায়া আমারই সঙ্গে পৃথক হতে চাও।"

অনিলকুমার আর তাহার ঠাকুরদাদাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিল না,—বেশ একটু করুণ সুরে বলিয়া উঠিল, "ঠাকুর্দ্দা সত্যই আমার দুর্ভাগ্য যে আজ কাল আপনি আমার কোন কথাই ঠিক ভাবে নেন না। আমি আর যাই হই, এখনও এত হীণ হইনি যে আপনার সঙ্গে পৃথক হবো। আপনি ছাড়া আমার কে আছে কাকে নিয়ে আমি পৃথক হবো? এ বিয়ে করা ন্যায় কি অন্যায় যাই হোক আমি আর কোন কথা বল্‌বো না। আপনিও আর আমায় এ সম্বন্ধে কোন কিছু কর্ত্তে বল্‌বেন না।"

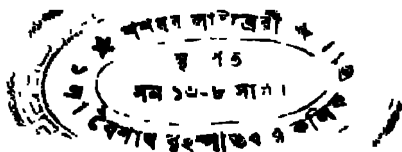
বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এই তো ভায়া রাগের কথা হ'লো। আমার সুখে যদি তোমার রাগ হয় সেটা আমারও দুঃখের কথা তোমারও দুঃখের কথা। তুমি আমার একমাত্র নাতি, তুমি যদি মুখ বেকিয়ে থাক, তাহ'লে কি আমার কোন কাজে মন সরে। আমার বিয়েতে তুমিই কেবল মুখ বেকিয়ে ছিলে এ আক্ষেপ আমার জীবনে যাবার নয়। তা ছাড়া তুমি যা ভাব্‌ছ যদি তাই হয়,—এই বুড়ো



বয়সে বিয়ে করে আমি যদি সত্যই মাগের ভেড়ো হয়ে পড়ি। যদি তোমায় আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করি তাতেও তোমার এত বিচলিত হওয়া উচিত নয়। যখন তোমার বাবা এবং মায়ের মৃত্যু হয় তখন তুমি খুবই ছোট, এই বুড়ো তোমায় বুকে করে মানুষ করেছে,—লেখাপড়া শিখিয়েছে,—তা ছাড়া তুমি যখন বিয়েই কর্ব্বে না,—তখন আর তোমার কিসের ভাবনা,—নিজের খরচের মত অর্থ তুমি চিরদিনই উপার্জ্জন কর্ত্তে পার্ব্বে। বুড়োর সে ঋণের একটুও শোধ দাও,—তার সুখে আর অসুখী হয়ে থেক না।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় রীতিমত গম্ভীরভাবে এই কথাগুলি বলিয়া মুখখানা বেশ একটু ভার করিয়া গুড়গুড়ির নলে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "বটেই তো? ছোটবাবুর মুখ ভার করে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না।"

ঠাকুরদাদার এই গম্ভীর কথাগুলিতে অনিলকুমারের প্রাণের সমস্ত তার একেবারে বেসুরা বাজিয়া উঠিল। যথার্থ ই তো,—যাহার যত্নের বিন্দুমাত্র ক্রটী হইলে সে আর পৃথিবীর বুকের উপর এমনিভাবে দাঁড়াইয়া এমনিভাবে কথা কহিতে পারিত না,—তাহার সুখে সে কোন হিসাবে



অসুখী হয়। অনিলকুমার অবনতমস্তকে ঠাকুরদাদার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, "ঠাকুরদা আমায় মাপ করুন,—আপনার সুখে অসুখী হয়ে আমি যথার্থই অন্যায় কাজ করেছি, আপনি ভালবাসেন,—সেই ভালবাসার দোহাই দিয়ে বলছি আমায় এইবারের মত ক্ষমা করুন,—আর আমায় আপনার সুখে কোন দিন অসুখী দেখ্‌তে পাবেন না। লোকে পাছে আপনার কুযশ গায়,—পাছে লোকে আপনাকে কুকথা বলে সেইজন্যই আমি এ বিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু এখন বুঝছি আপনি যা'তে সুখী হন তাই করাই আমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় ঘাড নাড়িয়া বলিলেন, "এইতো ভায়া আমার নাতির মত কথা। পৃথিবীতে ঝগড়া বিবাদটা কিছু নয় সব কাজেই আপোসে মিটমাট হয়ে যাওয়াই ভালো। ওরে কে আছিস্ ভায়ার বসবার জন্য একখানা চৌকি টৌকি নিয়ে আয়।"

ভৃত্য একখানা চৌকী আনিয়া বসু মহাশয়ের সম্মুখে রাখিল,—তিনি তাঁহার পৌত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বোস ভায়া বোস।"

অনিলকুমার নীরবে তাহার ঠাকুরদাদার সম্মুখে সেই

চেয়ার দখল করিয়া বসিল। বসু মহাশয় তখন অম্বরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে ছিলেন,—ভট্টাচার্য্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য এইবার তোমাদের ছোটবাবুকে সেই কথাটা বল নাহে ?"

ভট্টাচার্য্য তাহার জমিদারের মুখের দিকে চাহিয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ্ঞে কোন কথাটা ?"

বসু মহাশয় উত্তর দিলেন, "আরে সেই কথাটা,—এই যে সকালে যে কথাটা তোমার সঙ্গে হচ্ছিলো সেই যে কবিতার কথা। আজ কালকার বিয়েতে একটা কবিতা লেখা প্রথা হয়েছে। আমায় যখন আবার সেই আজ কালই বিয়ে কর্ত্তে হ'লো,—তখন এটুকুই বা অঙ্গহীণ হয় কেন। তার ওপর আবার আমার নাতি যখন বিদ্বান। কবিতা লেখার তো আর কোন ভাবনা নেই। যখন সবই হচ্ছে তখন এটুকুই বা অঙ্গহীণ হয় কেন ?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, "আজ্ঞে সেতো যথার্থ কথাই। ছোটবাবু বড় কর্ত্তার সাধ এ বিয়েতে আপনি একটী কবিতা লিখুন। আজ কালকার বিয়ের একটা প্রথাই হয়েছে কবিতা লেখা।"

অনিলকুমার যেন আকাশ হইতে পড়িল,—সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখের দিকে একটা বিস্মৃতির দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়া বলিল, "আমি কবিতা লিখ্‌বো? কি সর্ব্বনাশ। আমি তো কবিতা লিখ্‌তে জানি না।"

বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "এই তো ভায়া রাগের কথা তুলছ। সত্যি কথা শোন ভায়া যদি তুমি আমার বিয়েতে একটা কবিতা লেখ তবেই বুঝবো তুমি আমার সুখে যথার্থই সুখী হয়েছ। না হ'লে জানবো তোমার মনে মনে এখন বেশ রাগ রয়েছে।"

অনিলকুমার মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে—আমি—কবিতা—"

ভৃত্য এখন দোয়াত কলম ও কাগজ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল,—বৃদ্ধ পৌত্রকে বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ—তুমি—কবিতা। রাখ ব্যাটা ওই ছোটবাবুর সুমুখে দোয়াত কলম কাগজ। নাও ভায়া আর দেরী করো না—কলম ধর। বেশী নয় দু চার লাইন যা হয় কিছু লিখে দাও। আরে তুমি তো ছেলেবেলায় লিখ্‌তেহে। আমার যখন সাধ,—তখন আর ছুতো করো না।"

অনিলকুমার মনে মনে বলিল, "এ যে আপনার তেরাড়া সাধ কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "আমি কবিতা,—আমার দ্বারা কি কবিতা লেখা"—

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কলমটা একবার দোয়াতে ডুবাইয়া



লইয়া সেটা নাতির হস্তে গুজিয়া দিয়া বলিলেন, "খুব হবে ভায়া খুব হবে আর কথা কাটাকাটি করো না।"

অনিলকুমার মহা বিরক্তভাবে দাদা মহাশয়ের হস্ত হইতে কলমটা লইয়া মনে মনে কি একটু চিন্তা করিয়া লইয়া কাগজ খণ্ড তুলিয়া লইল। দশ পোনের মিনিট কাহার মুখে কোন কথা নাই,—সহসা অনিলকুমার বলিয়া উঠিল, "এ ঠিক হচ্ছে না,—না আমার দ্বারা হবে না।"

বন্ধু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "খুব হবে,—যা লিখেছ তাই হবে। পড পড় দেখি কি লিখ্‌লে।"

অনিলকুমার মহা বিরক্তি স্বরে বলিল, "এ কিছুই হয় নি,—এ কি চল্‌বে——

বডাইয়া পানি, আসে সতী-রাণী,
ধর ঠাকুর্দ্দা ধর,
সরলা বালিকা, ফুটন্ত মালিকা,
আদরে গলায় পর।
বৃন্দাবন ছেড়ে, কাঁকে লয়ে কেঁড়ে,
আসে যেন ওই রাধা;

ভট্টাচার্য্য মহাশয়—ঘাড নাড়িয়া বলিল, "খাসা—খাসা। শুন্‌তে খুব মিষ্টি কিন্তু অর্থ কিছু কঠিন।"

অনিলকুমার গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "এর ভেতর

কঠিন একটী শব্দও নেই। বাড়াইয়া পানি কিনা বাড়াইয়া হাত সতারাণী আস্‌ছে। সরলা বালিকা এর মানেতো পড়েই আছে ফুটন্ত মালিকা কিনা ফোটা মালা ঠাকুরর্দ্দা গলায় পর।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ও মানে ঠিক আছে,—তারপর কি ভায়া তারপর কি পড়।"

অনিলকুমার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, আজ্ঞে তারপর আর ঠিক হচ্ছে না। রাধার সঙ্গে শুধু রাধারই মিল হয়। কিন্তু—কি—

বৃদ্ধ বসু মহাশয়—চেয়ারের উপর একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "আহা তারপর অমনি দু'লাইন জুড়ে দাও—

ভেড়ার মতন অনিল রতন
আচলে রহিবে বাধা।"

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "স্নানের জল দেওয়া হয়েছে।"

অনিলকুমার ঠাকুরদাদার কথায় অবাক ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল,—সে কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ বসু মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন বলিলেন, "চল ভায়া স্নান করে ফেলা যাক্‌গে,—বেলা ঢের হ'লো এখনি আবার তোমায় কলকাতায় রওনা হতে হবে।"

অনিলকুমার কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-ছিল বৃদ্ধ হাত নাড়িয়া বলিল, "আর কথার সময় নেই, এই গাড়ীতেই তোমায় কল্‌কতায় যেতে হবে। চল শিগ্‌গির স্নানটা আহারটা শেষ করে ফেলা যাক্।"

বসু মহাশয় কথাটা শেষ করিয়া ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইলেন,—সভা ভাঙ্গিয়া গেল কাজেই অনিল-কুমারকেও বাধ্য হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গাত্রহরিদ্রা হইয়া গিয়াছে, আজ বিবাহ, বসু মহাশয়ের প্রকাণ্ড অট্টালিকা পত্রে পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া আজ আবার বহু দিন পরে নবচাক্‌চিক্যে নববধূকে বরণ করিবার জন্য যেন নূতন বেশে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধুমধামের কোনই অভাব নাই,—এ বিবাহে বসু মহাশয় একেবারে মুক্ত হস্ত হইয়াছেন, এক টাকায় অনায়াসে যে কাজ হইতে পারে তিনি সেই কাজে দশ টাকা ব্যয় করিতেছিলেন। বাটীর ফটকের উপরিস্থিত নহবৎখানা হইতে চব্বিশ প্রহর ব্যাপী রাগ রাগিনীর উৎস ছুটিতেছে। কলিকাতা হইতে আলো,—ইংরাজি বাজনা, বরের জরির পোষাক সকলি আসিয়া পড়িয়াছে,—লোকের ভীড়ে,—চীৎকারে রীতিমত বিবাহ বাটী জাকিয়া উঠিয়াছে। গাত্রহরিদ্রার দিন হইতে বাটীর বাহিরের উঠানের মাঝখানে দিন রাত্র পুতুল নাচ্‌ চলিতেছে। মনে মনে নিতান্ত আপত্তি থাকিলেও অনিল-

কুমার আর কোন আপত্তি করে নাই,—এই সকল বন্দোবস্ত তাহাকেই স্বয়ং করিতে হইয়াছে,—ও এখন করিতে হইতেছে। অনিলকুমার প্রাণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া নিজেকে একেবারে এই বিবাহের ভিতর ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল,—কিন্তু প্রাণ কিছুতেই ডুবিতে চাহিতেছিল না। বিবেক তাহার প্রাণের ভিতর হইতে মাঝে মাঝেই তাহার সমস্ত প্রাণটাকে চঞ্চল করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল, "অনিলকুমার এরূপ বিবাহে উপস্থিত থাকিতে তোমার একটু লজ্জা করিতেছে না। তুমি মানুষ না পশু। তোমার কি নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। এই পৈশাচিক বিবাহে তুমি কোন হিসাবে এখনও উপস্থিত রহিয়াছ। ধিক্—শত-ধিক্ তোমায়।"

অনিলকুমার কেবল তাহার ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিয়া বিবেকের এই উত্তেজনার বিরুদ্ধে নিজেকে খাড়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু প্রাণ কিছুতেই খাড়া থাকিতে চাহিতেছিল না,—সে প্রতি পদে পদেই ভাঙ্গিয়া একেবারে নুইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। সানায়ের মিলন রাগিণী তাহার কর্ণের ভিতর যেন একটা করুণ হাহাকারের মত ধ্বনিত হইতেছিল। হিন্দু বিধবার সেই বুক ভাঙ্গা করুণ প্রতিচ্ছবি ঘুরিয়া ফিরিয়া

তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। ঠাকুরদাদার ভয়ে তাহাকে সবই করিতে হইতেছিল বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে তুষের আগুণে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল।

দিনের পর প্রত্যহ যেমন সূর্য্য ডুবিয়া যায় আজও সেইরূপ ডুবিয়া গেল। সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিয়া দেখা দিল। চারিদিকে বর বাহির হইবার তাড়াহুড়া পড়িয়া গেল। অনিলকুমার স্বহস্তে তাহার দাদা মহাশয়কে বর সাজে সজ্জিত করিয়াছে। সত্তোর বৎসরের বৃদ্ধের অঙ্গে লাল সাচ্ছার পোষাক এক অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়াছে। অন্তঃপুরের ভিতর লোক গিশ্‌গিশ্ করিতেছে,—সেই ভীড়ের মধ্যস্থলে বসু মহাশয় একখানা কেদারার উপর সেই অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়া উপবিষ্ট। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একটা প্রকাণ্ড গুড়্গুড়ির নলে মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন,—সহসা চক্ষু মিলিয়া সম্মুখে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনিল কোথায় শিগ্‌গির তাকে ডাক, নিতবর তো চাই। শিগ্‌গির তাকে সেই লাল পোষাকটা পোরে আসতে বল।"

অনিলকুমার তখন বাহিরে প্রসেসন সাজাইতে ছিল বৃদ্ধ দাদা মহাশয়ের আদেশ অতি শীঘ্রই তাহার কর্ণগোচর

হইল। সহসা আবার ঠাকুরদাদা তাহাকে ডাকিতেছেন কেন, সেইটা জানিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি দাদা মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ নাতিকে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, "ভায়া শিগ্‌গির সেই নীল পোষাকটা পরে এস,—একটা নিত্‌বরতো চাই। সবই যখন হ'লো তখন এইটুকুই বা আর অঙ্গহীন হয় কেন?"

বৃদ্ধের এই অপ্রত্যাশিত কথায় অনিলকুমার অবাক ভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিল,—মহা বিস্ময় ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি নিতবর হবো সে কি ঠাকুর্দ্দা? চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটা সণ্ডা পুরুষ কি কখন নিতবর হতে পারে,—না কখন হয়েছে। আপনার এ হ'লো কি?"

বসু মহাশয় মহা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "এ সময় আর কথা কাটাকাটি করোনা ভায়া যা বলি শোন। বর্দ্দি নিতবর তো একটা চাই। বিয়ের প্রথা গুলো তো বজায় রাখা চাই। সত্তোর বছরের বুড়ো বরের নিত্‌বর চব্বিশ পঁচিশ হ'লে বিশেষ কিছু এসে যায় না। এমন সুখের দিনে তুমি আর ভায়া কথা কাটাকাটী করে সামান্যের জন্যে অঙ্গহীন করো না। ঝাঁ করে সেই নীল রংএর পোষাকটা পরে বেরিয়ে এস। শেষ কি তোমার জন্যে সব ভেস্তে

যাবে। না আর দাঁড়িও না, দাঁড়িও না যাও। তবু দাঁড়িয়ে রইলে।"

ঠাকুরদাদার কথায় সত্যই অনিলকুমার মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সে মহা বিরক্ত স্বরে উত্তর দিল, "আপনি যে কি বলেন আমি তার কোন ভাব পাইনি।"

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ভাই বুড়োর বিয়েতে কি আর ভাব পাবে। এই অভাবের ভেতর দিয়েই সব সেরে নিতে হবে। যাও আর দাঁড়িও না ভায়া—তুমি আর এ সময় বাধ সেধ না।"

এই নাছোড়বান্দা ঠাকুরদাদার পাল্লায় পড়িয়া অনিল-কুমার এই কয় দিনে একেবারে পাগল হইবার মত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বেশ বুঝিল ঠাকুরদাদা যখন খেয়াল ধরিয়াছেন তখন সহজে নিস্তার পাইবার উপায় নাই সে মহা বিরক্ত স্বরে আবার বলিল, "আপনাকে সন্তুষ্ট করা আমার সাধ্যি নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম এ বিয়েতে আমি আর কোন কথা কইব না,—কেবল বিনা আপত্তিতে আপনার হুকুম শুনবো, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি আপনিও যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাবেনই। আপনার কখন কি যে খেয়াল হয় তা



ভগবানেরও বোঝা অসাধ্য। আমি একটা বুড়ো মিন্‌সে আমি হবো কি না নিতবর। আমি ও নীল পোষাক পর্ত্তে পার্ব্বো না,—নিতবরও হতে পার্ব্বো না। তাতে আপনি রাগই করুন আর যাই বলুন।”

বৃদ্ধ নাতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, পৌত্র নীরব হইবামাত্র তিনি ঘাড়টা হঠাৎ নাড়িয়া বলিলেন, “বেশ ভায়া বেশ। তরতর করেতো এক রাশ কথা বলে ফেল্লে কিন্তু যা বল্লে তারতো একটা অর্থ হওয়া চাই। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, যে দিন থেকে আমি বিয়ে কর্ব্বো বলেছি সেই দিন থেকেই তুমি আমার প্রতি কথায় বেঁকে দাঁড়াচ্ছ। আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাবার কোন দিন চেষ্টা করিওনি কোন দিন চেষ্টা কর্ত্তেও চাইনি। তুমি বলে ছিলে ঠাকুর্দ্দা আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—এ জীবনে কোন দিন বিয়ে কর্ব্বো না,—আপনি আমায় এ বিষয়ে কোন দিন অনুরোধ কর্ব্বেন না। কেউ বলতে পারে যে সে বিষয় আমি কোন দিন তোমায় অনুরোধ করেছি। আমি নিজে বিয়ে কর্ত্তে রাজি হইছি কিন্তু তবুও কোন দিন তোমায় বিয়ে কর্ত্তে বলিনি। আর তুমি কিনা ঝাঁ করে বলে বস্‌লে আপনি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছেন। ভায়া আমায় বল্‌তে পারো আমি তোমায় এমন

কি শক্ত অনুরোধ করেছি যাতে করে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে পড়েছে। একটা মকমলের নীল পোষাক পর্ত্তে বলেছি এতে এমন কি অন্যায় কাজ করেছি বলোতো। আগে আমাদের দেশের রাজা রাজড়ারা দিন রাত্তির এই পোষাক পরেই থাক্‌তো। আর তুমি আধ্‌ঘণ্টার জন্যে গায়ে দিলেই তোমার সর্ব্বাঙ্গে ফোস্‌কা পড়ে যাবে। আমার ঝকমারী তাই মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। অন্যায় হয়ে থাকে না হয় আচ্ছা করে এই কাণ দুটো মোলে দাও।”

বৃদ্ধ বসু মহাশয়ের মুখখানা যেন একটু ভার হইয়া পড়িল,—তিনি মহা গম্ভীর ভাবে গুড়গুড়ির নলে মৃদু মৃদু টান দিয়া ধূম ছাড়িতে লাগিলেন। ঠাকুরদাদার এই প্রকাণ্ড বক্তিতার সম্মুখে অনিলকুমার ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বঙ্কিম নয়নে একবার ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিল। বৃদ্ধের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রাণের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। বসু মহাশয় একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, “ভায়া তাহলে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন,—যখন তুমি আমার কথা রাখবেই না তখন আর কথায় কাজ কি।”

অনিলকুমারের প্রাণের ভিতর তখন হুলুস্থুল পড়িয়া

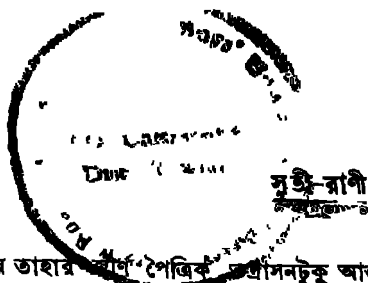
গিয়াছিল,—সে মহা বিরক্ত স্বরে ঠাকুদাদার কথার উত্তরে বলিল, "আপনি রাগ কচ্ছেন অন্যায়। যাক্ আপনার যখন ইচ্ছে তখন না হয় আমি সেই নীল পোষাকটাই পরে আস্ছি।"

বসু মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এইতো ভায়া কথার মত কথা। যাও আর দাঁড়িও না শিগ্‌গির সেই পোষাকটা পরে এসো। বুড়োর শেষ সাধটা পূর্ণ করো।"

যখন সে সকলই করিয়াছে তখন আর সামান্যের জন্য ঠাকুরদাদার প্রাণে কষ্ট দিয়া লাভ কি? কাজেই বাধ্য হইয়া অনিলকুমারকে সেই নীল পোষাকটা পরিয়া আসিতে হইল। তখন বৃদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন,—অনিলকুমাব মহা বিরক্তির সহিত গাড়ীতে উঠিয়া ঠাকুরদাদার পার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইল। অসংখ্য বাজী বাজ্‌নার সহিত,—আলোর আলো করিয়া মহা ধূমধামে গাড়ী বরকে লইয়া কনের বাড়ীর দিকে রওনা হইল। জমিদারের এই ধূমধামের বিবাহ দেখিবার জন্য গ্রাম শুদ্ধ লোক বরের গাড়ীর আসে পাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

* * * *

দীনবন্ধুর এ বিবাহে একটী পয়সাও ব্যয় হয় নাই,—



জমিদারের পয়সায় তাহার জীর্ণ পৈত্রিক ভদ্রাসনটুকু আজ নানা সাজে সজ্জিত হইয়াছে। দ্বারে সাঁনাই সারাদিন তাহার মধুর রাগিণীতে কাণে তালা ধরাইয়া দিতেছে। আয়োজনের কোনই ক্রটী নাই। কন্যার বাটীর সমস্ত আয়োজনের ভার রসিকের উপর। রসিক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া আড়েহাতে লাগিয়াছে, কাজেই বন্দোবস্তের কোনই ক্রটী হয় নাই। কন্যার বাটীতেও রীতিমত ধূমধাম লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রাণে সুখ নাই। নিশ্চিত বৈধব্য জানিয়া প্রাণের কন্যাকে এক স্থবীর বৃদ্ধের করে অর্পণ করিয়া কাহার প্রাণে সুখ থাকিতে পারে? পত্নীর নয়নের জল এক মুহূর্ত্তের জন্যও শুষ্ক নয় নাই,—সরলা নির্ম্মলা চিরহাস্যময়ী কন্যার মুখের হাসি চিরদিনের মত ঘুচিয়া গিয়াছে,—আর যে কখন সে মুখে হাসি ফুটিবে তাহার আশাটুকুও আর নাই। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের আগমনে তাহার জীর্ণ শীর্ণ ভদ্রাসনটুকু ভরাট হইয়া গিয়াছে। সকলেই আনন্দিত,—কিন্তু যাহার মেয়ের বিবাহ সেই কেবল একটা নিরালা স্থানে বসিয়া একটা খেলো হুকায় মৃদু মৃদু টান দিতে ছিল আর মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণের যন্ত্রণাটা একটু লঘু করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর দীন-



বন্ধু তাহার হাতের হুকাটা একপার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া,—আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, "ভগবান কি পাপ করেছিলুম যার জন্তে মেয়েটার অদৃষ্ট এমন কল্লে।"

সনসা বর আস্‌ছে বর আস্‌ছে শব্দে সমস্ত বাড়ীটা সোরগোল হইয়া উঠিল,—দীনবন্ধু নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিতে যাইতেছিল, সেই সময় রসিক মহা ব্যস্ত ভাবে আসিয়া বলিল, "ওহে দীনু আরে এস এস বর এসে পড়েছে। লোকজনকে খাতির যত্ন করে এগিয়ে আন্‌বে এস। তোমার কাজ তোমার কি আর এখন এ রকম ভাবে বসে থাকা চলে?"

দীনবন্ধু রসিকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাই আমার যেন কেমন হাত পা উঠ্‌ছে না।"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিল, "মেয়ের বিয়ে এখন কি আর হাত পা না উঠ্‌লে চলে। নাও নাও ওঠ—বর এসে পড়লো।"

রসিক মহা ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইল কাজেই দীনবন্ধুকেও উঠিতে হইল। সে রসিকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর সদর দরজায় যাইয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে অসংখ্য ঢাক্ ঢোলের মহা শব্দ সঙ্গে লইয়া সমস্ত গ্রাম আলোয়

আলো করিয়া ঘন ঘন বোমা বিদীর্ণ করিতে করিতে বর আসিতেছে।

বর আসিয়া পড়িল,—কোলাহল, গণ্ডগোল, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাঝখান দিয়া বর আসিয়া সভায় বসিল। অনিলকুমার সেই নীল জরির পোষাকে অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত অবস্থায় অধবদনে ঠাকুরদাদার পার্শ্বেই উপবিষ্ট। হইল। বিবাহ বাড়ী কাজেই বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। বর দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, "বাবা টাকার লোভ বড লোভ।" কেহ কেহ বলিল, "দেখে শুনে শেষ দীনবন্ধু এই কাজটা কল্লে।" আবার কেহ কেহ বলিল, "কি কর্ব্বে অবস্থার মানুষকে সবই কর্ত্তে হয়।"

বৃদ্ধের পার্শ্বে উপবিষ্ট জরির পোষাক পরা অনিলকুমারকে দেখিয়া অনেকেরই হাস্য সম্বরণ করা অসাধ্য হইল। কেহ কেহ স্পষ্টই বলিল, "বাঃ, বাঃ খাসা মানিয়েছে। যেমন কচি বর নিতবরটীও তেমনি বেশ ছোট হয়েছে।"

এইরূপ আরোও নানারূপ মতামত—সম্পষ্ট ও অস্পষ্ট শ্রুত হইতে লাগিল। অনিলকুমারের মনে হইল, "মা বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও,—আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।"

আনন্দ ও নিরানন্দের মধ্য দিয়া সময় ঠিক চলিয়া যায়,—

সে কখন কোন দিনই সুখ দুঃখের মুখাপেক্ষা করে না। কাজেই যথা সময়ে লগ্ন উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীনবন্ধুকে ডাকিয়া বলিল, "আর কেন লগ্ন উপস্থিত, কন্যা পাত্রস্থ করুন।"

লগ্ন উপস্থিত শুনিয়া সভায় আসিয়া অতি দীনভাবে জোড় হাতে বরের নিকটে আসিয়া দীনবন্ধু বলিল, "লগ্ন উপস্থিত,—এইবার একবার গাত্রোত্থান করুন।"

বৃদ্ধ বসু মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বর শয্যার উপর বসিয়াছিলেন,—চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "লগ্ন উপস্থিত নাকি? কন্যা আসুন আমি যাচ্ছি। সমস্ত দিন উপবাসে শরীরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ কচ্ছে।"

কি সর্ব্বনাশ শরীর ঝিম্‌ঝিম্ কচ্ছে কি? কি যেন একটা কিসের অজানিত আশঙ্কায় দীনবন্ধুর সমস্ত দেহটা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠ হইতে কথা বাহির হইল না। পার্শ্ব হইতে একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক সুস্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, —"দেখ বাবা! যে বর বিয়ের সভায়ই না টেঁসে যায়।"

কথা কয়টা অনিলকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল,—সে একবার দৃষ্টিটা তুলিয়া সেই দিকে চাহিল। দীনবন্ধু নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "বিশেষ কি কোন অসুখ কচ্ছে?"

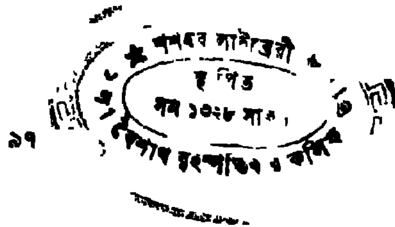
"বিশেষ,—না এমন বিশেষ কিছু নয়,—"বৃদ্ধ বসু মহাশয় একটা হাই তুলিয়া দুইটা তুড়ি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনিলকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চল ভায়া শেষ কাজটা সেরে নেওয়া যাক।"

ঠাকুরদাদার কণ্ঠ স্বর অনিলকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে অবাক ভাবে একবার তাহার ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিল,—বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যাব কোথায়?"

বসু মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সম্প্রদানের জায়গায়। আরে চল,—বিয়েটা দেখ্‌বে চল।"

অনিল কুমারের সমস্ত প্রাণটা একেবারে ধিক্কারে সংকোচিত হইয়া পড়িতে ছিল,—তাহার আর কথা কহিতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না সে মৃদু স্বরে বলিল, "চলুন।"

বর উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—বিবাহ দেখিবার জন্য অনেকেই বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভীড় বাড়াইয়া অগ্রসর হইল।



এ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুরের উঠানের মাঝখানে কন্যাদানের আয়োজন হইয়াছে। দুই পক্ষের দুই পুরোহিত বরের অপেক্ষায় মহা ব্যগ্রভাবে দুই দিকে উপবিষ্ট। বিবাহের শ্রেষ্ঠ সাক্ষী নারায়ন শীলা সম্মুখে চৌকীর উপর উপবিষ্ট হইয়াছেন। আয়োজনের সকলই প্রস্তুত কেবল বর কনের অপেক্ষা। কন্যা পক্ষের পুরোহিত একবার তাঁহার দীর্ঘ শিকাটী নাড়িয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান একটী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি সময়টা একবার দেখুন দেখি মশাই,—বোধ হয় লগ্ন উপস্থিত।"

ভদ্রলোকটী অর্দ্ধ পক্ক বৃদ্ধ,—অঙ্গে একটা বেনিয়ান,—পুরোহিত মহাশয়ের প্রশ্নে তিনি আলোর নিকটে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সেই বেনিয়ানের পকেট হইতে একটা প্রকাণ্ড সোনার ঘড়ী বাহির করিয়া বলিলেন, "প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে,—এগারটা বেজে সাতাশ মিনিট হ'লো।"

পুরোহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "এগারটা আট্‌ত্রিশ মিনিটে লগ্ন,—এইবার বর আনবার বন্দোবস্ত করুণ।

লগ্নটা আবার নিতান্ত কম সময়,—এক ঘণ্টাও নয়। যান বর আনবার বন্দোবস্ত করুণ।"

পুরোহিত মহাশয়ের কথায় সেই অর্দ্ধ পক্ক বৃদ্ধ বর আনিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য কয়েকপদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছিলেন,—কিন্তু সম্মুখে দীনবন্ধুকে বর লইয়া আসিত দেখিয়া তিনি আবার থমকাইয়া দাঁড়াইলেন। দীনবন্ধু বরকে লইয়া কন্যা সম্প্রদানের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনিলকুমার ও প্রায় সমবেত সমস্ত লোক বিবাহ দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া ভীড করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে গণ্ডগোল পড়িয়া গেল,—অন্তঃপুর হইতে ঘন্‌ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। নাপিত তাড়াতাড়ি বরের নিকট আসিয়া বরের পোষাকটা ছাড়াইয়া চেলীর জোড পরাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নাপিত বরের পোষাক ছাড়াইয়া চেলী পরাইয়া দিল। বৃদ্ধ বসু মহাশয় চেলীর জোড়ে ভূষিত হইয়া আলপনাযুক্ত পীড়িতে বসিতে যাইতে ছিলেন,—তিনি পীড়ির দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সহসা মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "না আর হওয়া অসম্ভব। এক ছিলিম তামাক না খেয়ে আমার দ্বারা আর কিছু হচ্ছে না। তিন চার ঘণ্টা তামাক না খেয়ে সমস্ত পেটটা একেবারে

ফেঁপে ফুলে জয় ঢাকের মত হয়ে উঠেছে। না আর এক ছিলিম তামাক না খেলেই নয়। বাবা পদ্মলোচন—”

বন্ধু মহাশয়ের কথায় উপস্থিত সকলেই একেবারে অবাক হইয়া বয়ের মুখের দিকে চাহিল। লগ্ন উপস্থিত,—বর বিবাহ করিতে বসিতে যাইয়া তামাক খাইবে বলে কি? উপস্থিত সকলেই রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ভীড়ের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির সুস্পষ্ট স্বর বাহির হইয়া আসিল, “দীনবন্ধু মেয়ের বরটি জুটিয়েছে বাবা খাসা,—বিয়ে কর্ত্তে বস্‌তে গিয়ে বর বলে কি না তামাক খাবো? ঘাটের মড়া,—সাতকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে,—এখনও প্রাণে রস কত,—জরীর পোষাক পরে বিয়ে কর্ত্তে এসেছেন। ওগো কে আছ বরকে এক কল্‌কে তামাক দাও—তামাক দাও। দীনবন্ধু জামায়ের জন্যে এক কল্কে তামাক সেজে এনে দাও।”

অনিলকুমার তাহার দাদা মহাশয়ের পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিল,—এই কথাগুলা তাহার কর্ণের ভিতর যেন একটা বিকট বিদ্রূপের মত ঝণ্‌ঝণ্‌ করিয়া উঠিল। এ সময় ঠাকুরদাদার তামাক খাইতে চাওয়টা তাহার নিকট একেবারেই বিশ্রী বিকট ঠেকিল। কেমন যেন একটা দুর্জ্জয় রাগে তাহার সমস্ত দেহটা থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতে

লাগিল। ঠাকুরদাদা যে দিন হইতে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন সেই দিন হইতেই তাহার দাদামহাশয়ের উপর কেমন যেন একটা অশ্রদ্ধা হইয়াগিয়াছিল,—আজ এই বিবাহের পূর্ব্বে তামাক খাইতে যাওয়ায় সেই অশ্রদ্ধা রাগে পরিণত হইল। সে ঘাড় তুলিয়া চাহিতে পারিল না। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মাথাটা মাটীর সহিত মিশিবার জন্য একেবারে ঝুকিয়া পড়িল। বৃদ্ধ বসু মহাশয়ের কথায় দীনবন্ধু মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—সে তাড়াতাড়ি বলিল, "তামাক খাবেন? বলেন কি? সর্ব্বনাশ তাহ'লে যে লগ্ন ভ্রষ্ট হবে।"

বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তাওতো বটে,—কিন্তু তামাক না খেলেও তো আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছিনি। ছেলে বেলা থেকে কেমন বিশ্রী স্বভাব তামাকের মৌতাৰ ধরে আর আমার কোন কাজ ভালো লাগে না। বাবা পদ্মলোচন শিগ্‌গির এক কল্কে তামাক নিয়ে এসো দেখি বাপ। তামাক না খেয়ে হাই উট্‌তে আরম্ভ হয়েছে,—না আর তামাক না খেলে কিছুতেই—"

ভীড়ের ভিতর হইতে তখন ক্রমাগতই বিকৃত বিদ্রুপের স্বর বাহির হইতে ছিল,—"দীনবন্ধু জামাইকে তামাক দাও—তামাক দাও—"



দীনবন্ধুর কণ্ঠ হইতে ভালো মন্দ কোন কথাই বাহির হইল না,—সে বরের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া একটা বুক ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—তাঁহার্ কণ্ঠ হইতে একটা করুণ বুকভাঙ্গা স্বর বাহির হইয়া আসিল, "হা ভগবান,—অদৃষ্টে শেষ এতও লিখেছিলে।"

রসিক বাহিরে ঠাকুর দালানে বরযাত্রদিগের পাতা করিবার বন্দোবস্ত করিতে ছিল—এই সংবাদটা তাহার কর্ণগোচর হইবামাত্র সে ছুটিয়া বসু মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বলো কি বড়কর্ত্তা এখন তামাক খাবে সে কি কথা! এই কি তামাক খাবার সময়! এদিকে লগ্ন যে যায় শেষে কি একটা ভদ্রলোকের জাত যাবে। আর দেরী কর্না,—দেরী কর না।"

বসু মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন,—কষ্টে চক্ষু মেলিয়া বলিলেন, "তাও তো বটে,—কিন্তু—"

অনিলকুমার আর নীরব থাকিতে পারিল না,—চীৎকার করিয়া বলিল,—"হিন্দু সমাজ তোমার বাহাদুরী আছে,—তা না হ লে তুমি এমন বুড়োর বিয়ের ব্যবস্থা দাও। ছি,—ছি,—ছি—এমন বিয়ে চোখে দেখাও মহা-পাপ—"

পৌত্রের কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই বৃদ্ধ মাথাটা একটু ঘুরাইয়া নাতির মুখের দিকে চাহিলেন, তাড়াতাড়ি তাহার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া। ভায়া যদি একটু উপকার কর তাহ'লে ঝাঁ করে এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিই। তুমি তো সবই জানো ভায়া,—তামাকের মৌতাত ধরলে এক ছিলিম তামাক না খেয়ে আর আমি কোন কাজই কর্ত্তে পারিনি। ভায়া একটু উপকার কর—মহা বিপদে পড়েগেছি,—এদিকে লগ্ন যাবার সঙ্গে সঙ্গে দীনুর জাত যায় তুমি ততক্ষণ এই কাজটা সেরে নাও। বাবা পদ্মলোচন—"

এই কাজটা সেরে নাও,—ইহার অর্থ কি অনিলকুমার কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ঠাকুরদাদার মুখের দিকে চাহিল,—বৃদ্ধ বেশ একটু ব্যস্ত ভাবে আবার বলিলেন, "ভায়া দাঁড়িও না,—দাঁড়িও না,—বোসে পড—বোসে পড। বুড়ো ঠাকুর দাদার এই উপকারটুকু কর,—এদিকে যে লগ্ন যায়।"

অনিলকুমার অবাক ভাবে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল,—একটা মহা বিস্মৃতির স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, "আমি কি উপকার কর্ব্বো,—তাও কি কখন হয়,—না কখন হতে পারে?"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব হয় ভায়া খুব হয়। বেকার দাঁড়িয়ে আছ তো না হয় বুড়ো ঠাকুরদাদার এই উপকারটা কল্লে। কোন ভয় নেই আমি মাত্র এক ছিলিম তামাক খেয়েই আবার লাগ্‌ছি।"

অনিলকুমার আবার কি বলিতে যাইতেছিল,—কিন্তু বৃদ্ধ আর তাহাকে কথা বলিতে দিলেন না,—ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "আর কাজ কি কথায় ভায়া বোসে পড়,—বোসে পড়। বাবা পদ্মলোচন ঝাঁ করে এক ছিলিম তামাক—"

অনিলকুমার মহা বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "কি যে বলেন—"

বসু মহাশয় মহা বিচলিত স্বরে বলিলেন, "আর কথা কাটাকাটি কর কেন? ভদ্রলোকের জাত যায় বোঝ না। বুড়ো ঠাকুরদাদার একটু উপকার না হয় কল্লেই। আমি ঝাঁ করে এক ছিলিম তামাক খেয়েই আবার লাগ্‌ছি—বাবা পদ্মলোচন—"

চারিদিকে হট্টগোল পড়িয়া গেল,—বিদ্রূপের বান বর্ষার জলের মত সহস্র কণ্ঠ হইতে সহস্র ভাবে বাহির হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল "লোভে পাপ,—পাপে মৃত্যু কথা

তো পড়েই রয়েছে,—দীনুর বড় বেশী লোভ কিনা,—ঠিক হয়েছে,—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।”

ঠাকুরদাদার কথায় প্রতিবাদ করিবার জন্য অনিল-কুমার একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বন্ধু মহাশয় তাহাকে আর কোন কথা বলিতে অবসর দিলেন না,—একরূপ জোর করিয়া তিনি তাহার নাতিকে সেই পীড়ির উপর বসাইয়া দিয়া ঘাড়টা নাড়িয়া বলিলেন, “কোন ভয় নেই ভায়া,—এক ছিলিম তামাক খেয়েই আবার আমি লাগছি। বাবা পদ্মলোচন—”

এদিকে লগ্ন যায় দেখিয়া পুরোহিত মন্ত্র আরম্ভ করিয়া দিলেন,—চারিদিকে মহা হট্টগোল পড়িয়া গেল। দীনবন্ধু কি হইল বা কি হইতেছে ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল ন,—তাহার চক্ষের সম্মুখে জগতের সমস্ত আলো একেবারে কালো হইয়া গিয়াছিল। সে দুই হস্তে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া জড়ের মত বসিয়াছিল। কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবারও তাহার সাহস ছিল না,—কেহও কোন কথা তাহাকে বলিলও না। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, গণ্ডগোলে সমস্ত সম্প্রদানের স্থান একেবারে মুখরিত হইয়া গেল।

কি হইল না হইল অনিলকুমারও ভাল কিছু বুঝিতে পারিল না। ঠাকুরদাদার তাড়াহুড়া—ঠেলাঠেলির মাঝখানে

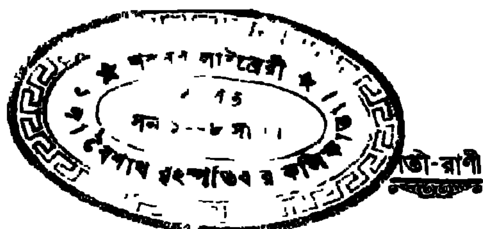
পড়িয়া সমস্তই তাহার যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। চারিদিকে গণ্ডগোল তাহারই মাঝখানে কন্যার কোমল হাতখানি অনিলকুমারের হাতের উপর আসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা কিসের স্পন্দনে একটা বৈদ্যুতিক ক্রীড়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল। এই পুলক স্পন্দনের ভিতর দিয়া অনিলকুমার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল, কি যেন একটা দুর্লভ সামগ্রী ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত তাহাকে ধীরে ধীরে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে। দুইটী ভাসা ভাসা চোখের কালো তারা অনিল-কুমারের সমস্ত ভাবনা চিন্তার মাঝখানে তাহার আপন পদ্মাসন করিয়া লইল। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনির ভিতর দিয়া বিবাহ শেষ হইয়া গেল,—বর ক'নে বাসরে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

বাসর ঘর,—যুবতী কিশোরী,—প্রৌঢ়া বৃদ্ধা,—নথ ও নলকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে,—ঢাকাই বেনারসীর খস্‌খসানী মলের-ঝুন্‌ঝুন্‌,—চুড়ীর টুন্‌টুন্‌ শব্দে সমস্ত বাসর ঘর মুখরিত। চারিদিকে হাসি,—চারিদিকে আনন্দ যেন হেলিয়া দুলিয়া সমস্ত বাসর ঘরে লুটাইয়া পড়িতেছে। এই আনন্দ ও হাসির মাঝখান দিয়া অনিলকুমার বাসর ঘরে প্রবেশ করিল,—তাহার যেন মনে হইল একটা পরীর গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হইয়া সে এক পরীর রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ রাজ্য অনিলকুমারের একেবারে নূতন,—ইহার বাহার,—ইহার সৌন্দর্য্য তাহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিল। এই মজলিসের ভিতর প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জারাণী এমনি সজোরে তাহার ঘাড়টা চাপিয়া ধরিল যে সে কিছুতেই আর ঘাড় তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শত প্রশ্ন শত দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার কর্ণকুহরে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল,—সে প্রশ্ন এমন নূতন,—এমন মধুর,—এমন সুমিষ্ট যে তাহা কেবল শুনিবার

উত্তর দিবার নহে। এই আনন্দ মজলিসের ভিতর পড়িয়া অনিলকুমার যেন হাবুডুবু খাইতে লাগিল,—একটী প্রশ্নেরও উত্তর তাহার মুখে জোগাইল না। সে ঘাড়টি হেঁট করিয়া বোবার মত সেই মজ্‌লিসের মাঝখানে বসিয়া চিন্তা দোলায় দুলিতে লাগিল। ঠাকুরদাদার এই আচরণে একটা পর্ব্বত প্রমান অভিমান তাহার সমস্ত বুকটা চাপিয়া ধরিয়া ছিল,—বাসরের আনন্দ কোলাহলে সেইটা যেন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মন তখন কেবলই তাহার প্রাণের নিকট প্রশ্ন করিতেছিল তাহার ঠাকুরদাদা, মানুষ না দেবতা। 'ঠাকুরদাদার আচরণ' তাহার উপর তাহার যেটুক অশ্রদ্ধা হইয়াছিল তাহার শতগুণ শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত প্রাণটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সহসা কর্ণমূলে টান পড়ায় অনিলকুমারকে ফিরিতে হইল, একটী যুবতী কোমল করপদ্মে তাহার কর্ণমূল সজোরে মর্দ্দন করিতেছিল, —অনিলকুমারকে ঘাড় তুলিতে দেখিয়া সে এক গাল হাসি ছড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "বলি ও ভাই বর,—মুখে কথা নেই কেন তুমি কি ভাই বোকা।"

অনিলকুমারের কর্ণ দুইটী পাক খাইয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—যে একবার তাহার কাণে হাত দিয়া মৃদু স্বরে কেবল মাত্র বলিল, "আজ্ঞে—"



অনিলকুমারের মুখ হইতে ওই আজ্ঞেটুকু বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উপস্থিত সমবেত নারীর কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল, "ওরে শাঁখ বাজা— শাঁখ বাজা বর কথা কহেছে—বর কথা কহেছে।"

এই সমবেত নারীর কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দগুলি অনিল-কুমারের মনে হইলে পৃথিবীতে যত কিছু রাগ রাগিণী আছে তাহার সমস্তই যেন একেবারে তাল লয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। একজন কিশোরী অনিলকুমারের পার্শ্বেই বসিয়াছিল,—সে তাহার সম্মুখস্থ অপর একজন নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভাই এক কাণ মলাই যখন বরের মুখ থেকে আজ্ঞে বেরিয়েছে,—তখন আর ছুটো জোরে কাণে পাক দিলেই অনেক কথা ফরফর করে বেরিয়ে আসবে। দেনা ভাই গঙ্গা জল বরের কাণে কড়া রকম ছুটো পাক্।"

অনিলকুমারের কাণ দুইটা তখনও লাল হইয়াছিল পুনঃরায় কর্ণে পাক খাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া সে যেন বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি বলিল, "আজ্ঞে আমি তো বোবা নই যে আমার বোবাগিরী ঘোচাবার জন্যে আপনারা এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, তবে আমি পুরুষ

মানুষ আমার গলার স্বর খুব মিষ্টি নয় কাজেই চুপ করে আছি।"

একটী কিশোরী গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা তা বলতে হয় তুমি পুরুষ মানুষ——"

কিশোরী কথাটা শেষ করিতে পারিল না—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, প্যারবীদিদি। প্যারীদিদি গ্রামের সকলেরই প্যারীদিদি। বিধবা,—আটসাট গড়ন,—বয়সটা কিছু ভারী। মাথার চুল পুরুষের মত ছোট করিয়া কাটা। প্যারীদিদি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বলি ও ছুড়ীরা,—হাসি তামাসার তো একেবারে বাহার ছুটিয়ে দিয়েছিস্,—বলি বরের ক'নে পছন্দ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস।"

ক'নের মানযাত্রা এক পার্শ্বে বসিয়াছিল, সে তাহার নলক নাড়িয়া বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "প্যারীদিদি সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়,—এ ক'নে যার পছন্দ হবে না—তার জেন মোটে পছন্দই নেই। আমার মানযাত্রার মত ক'নে পাওয়া অনেক ভাগ্যির কথা।"

অপর একজন যুবতী অপর পার্শ্ব হইতে বলিয়া উঠিল, পছন্দ হয়েছে কি না হয়েছে, তুমিই না হয় প্যারীদিদি বরকে জিজ্ঞাসা কর না।"

প্যারীদিদি একটু বরের দিকে নীচু হইয়া বরের চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ ভাই বর ক'নে ঠিক মনের মত হয়েছে তো?"

অনিলকুমার একটু ঘাড়টা তুলিয়া প্যারীদিদির মুখের দিকে চাহিল,—বিশেষ কোন উত্তর দিল না। স্নানযাত্রা একটু দেমাক ভাবে বলিয়া উঠিল, "প্যারীদিদি স্নান-যাত্রার একবার মুখখানা ঘোমটা খুলে বরকে দেখিয়ে দাও না। দেখ বরের মুণ্ডু ঘুরে যায় কি না।"

চারি পাঁচজন ললনা অমনি ক'নের ঘোমটা খুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—বলিল, "যা বলেছিস্ ভাই। ক'নের মুখটা একবার ভালো করে দেখে সত্যি কথা বলো তো ভাই বর ক'নে পছন্দ হয়েছে কিনা?"

দুই চারিজন ললনাতে পড়িয়া ক'নের ঘোমটা খুলিবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল,—কিন্তু ক'নে এমনি সজোরে দুই হস্তে ঘোম্‌টা চাপিয়া ধরিয়াছিল যে ঘোম্‌টা খোলা অসম্ভব হইল। প্যারারী দিদি বিরক্ত স্বরে বলিল, "একি বেয়াডা ক'নে বাপু,—বরকে মুখ দেখাতে চায় না। বনি হ্যালা ছুড়ি তোর যে ঢং দেখে আর বাঁচি না।"

অনিলকুমার মৃদু স্বরে বলিল, "ঘোম্‌টা খোলবার জন্যে আপনাদের ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। ও মুখ

৯

যেন মনে হয়,—কোথায় কবে যেন আমি দেখে ছিলুম।"

একজন ললনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক্ ধরছ,—দেখেছিলে বটে সে আজন্মে।"

অনিলকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে না,— আর জন্মে নয় এই জন্মেই। ঠিক বল্‌তে পারিনি তবে এইটুকু মনে আছে,— যেন একটা পুকুর ঘাটে দেখে ছিলুম। ভিজে কাপড় পরা,—কলসী কাঁকে,—সে যেন একখানি ছবি।"

ক'নের স্নানযাত্রা গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা ক'নে আগে থাকতেই বরের সঙ্গে ভাব সাব করে রেখেছে। বলি হ্যা ভাই স্নানযাত্রা, বরের সঙ্গে কোথায় কবে আলাপ করেছিলি ভাই?"

প্যারিদিদি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "তাইতো বলি সতীর মুখে হাসি ধরছে না কেন? মনের মত বরটী পেয়েছে কিনা তাই প্রাণের হাসি মুখে উচ্ছলে উঠ্‌ছে।"

যখন বাসরের রং তামাসা আনন্দ হাসি,—লহরে লহরে,—হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল,—সেই সময় দীনবন্ধুর কণ্ঠস্বর বাহির হইতে বাসরের ভিতর প্রবেশ করিল, "আসুন—এই দিক দিয়ে আসুন। ওরে আলোটা সাম্‌নের দিকে ধর।"

দীনবন্ধুর কণ্ঠ স্বর বাসর গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র বাসরের আনন্দ কোলাহল একেবারে নীরব হইয়া গেল। ললনাগণ লজ্জায় বেশ একটু সংযত হইয়া পড়িল ও সকলেই খুব খানিকটা ঘোমটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া এক পার্শ্বে কুণ্ডলী পাকাইল। দেখিতে দেখিতে বাহিরের আলো ভিতরে আসিয়া পড়িল,—অনিলকুমার ঈষৎ বঙ্কিম নেত্রে দরজার দিকে চাহিল। দীনবন্ধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঠাকুরদাদা ও রসিককে আসিতে দেখিয়া অনিলকুমারের ঘাড়টা লজ্জায় আবার অবনত হইয়া পড়িল। বসু মহাশয়ের অস্পষ্ট স্বর অনিলকুমারের কর্ণে আসিল, "বাবা পদ্মলোচন, আলোটা একটু যুত করে ধর বাবা,—হোঁচট না খাই।"

দীনবন্ধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বসু মহাশয় ও রসিক আসিয়া বাসর গৃহের দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। বাসর গৃহের দরজার সম্মুখে আসিয়া দীনবন্ধু বলিল, "সতী মা আমার, তোমার দাদা শ্বশুর মশাই এসেছেন তাঁকে প্রণাম কর।"

বসু মহাশয় একবার দীনবন্ধুর মুখের দিকে একটা বিস্মতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি রকম দীনু! দাদা শ্বশুর সে কি রকম হে? কথাটা তো ভালো বলে মনে হচ্ছে না।"

ঐ

তাহার পর অলিনকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভায়া আর কেন উঠে পড আমার ভরপুর তামাক খাওয়া হয়েছে.—উঠে পড় আবার আমি লাগ্‌ছি।"

রসিক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বড় কর্ত্তা,—তোমার মত সদানন্দ লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই,—তুমি মানুষ নও দেবতা। দাও একটু পায়ের ধূলো দাও।"

বসু মহাশয় ঘাড় নাডিয়া বলিলেন, ' বেশ আছ রসিক, — আমি এক ছিলিম তামাক খেতে গেছি আর সমস্ত গোলমাল করবার চেষ্টায় আছ। ভালো মানুষ বুডো পেয়ে একটু ফাঁক পেয়েছ আর অমনি ঠকাবার মতলব ভায়া তুমিও তো বেশ জমাট বেধে বসে রয়েছ,—উঠ্‌বার নামটীও কর না।"

রসিক ঘাড নাড়িয়া বলিল, "বড় কর্ত্তা তুমি এসে দরজায় দাঁডিয়েছ তোমার নাতি কি না উঠে থাক্‌তে পারে। এবার যুগলে এসে তোমার পায়ের ধূলো নেবে।"

রসিক তাডাতাড়ি যাইয়া বর ক'নেকে উঠাইয়া আনিল, —বসু মহাশয় দীনবন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দীনু শিগগির এক ছডা মালা এনে দাও,—আমি রসকের কোন কথা শুনতে চাইনি, আমি নিজেই মালা ছড়াটা বদলে নিই। ভায়া এখন তো মুখে কথা নেই,—অথচ চাপা হাসি ফুটে বেরুচ্ছে। বলি ঠাকুরদাদার জিনিষটা



এমন করে বেদখল করা কি কাজটা তোমায় ভালো হ'লো ?"

রসিক তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বড়কর্ত্তা আর জ্বালিও না,—এখন নাতি নাতবউকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন তারা তোমার মত - সংসারের সকল লোককে সুখী কর্ত্তে পারে। নাও ছোট কর্ত্তা,—আজ এমন দিনে স্বামী স্ত্রী যুগলে মিলে বড কর্ত্তার পায়ের ধূলো নাও। এমন দিনে তার পায়ের ধূলো সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

বসু মহাশয় মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "রসকে তুই বাবা থাম্, তোমরা যে সকলে মিলে এক জোট হয়ে আমায় ঠকিয়ে দেবে সেটি হচ্ছে না। ভায়া নিজের কাজে যাও, ঠাকুরদাদার জিনিষে আর কুনজরটা দিও না।

অনিলকুমার সতীরাণীর সহিত আসিয়া বসু মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল এই পদধূলিটুকু তাহার নিকট সত্যই দুর্ল্লভ সামগ্রী; ভক্তিতে তাহার প্রাণটা আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল। সে তাহার ঠাকুরদাদার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। রসিক তাড়াতাড়ি বলিল, বড়কর্ত্তা নাও "নাও এখন নাতি নাত্‌বৌকে আশীর্ব্বাদ কর।"

বসু মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমার জিনিষে ভায়া আর আমি কুনজরটা দেব না। কিন্তু কাজটা তোমার ভালো হ'লো না। দিদিমণি আমার এই পাগ্‌লা ভায়াটাকে চোখে চোখে রেখ। আর বোস বংশের গৃহলক্ষ্মী হয়ে এই বুড়োকে দুটো দুটো খেতে দিও।"

আনন্দে দীনবন্ধুর গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল, সে জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, "গিন্নি তোমার ভাঙ্গা ঘরের দোরে এসে দেবতা তার সব করুণাটুকু ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যার দয়ায় তোমার বড আদরের সতীরাণী রাণী হতে চল্লো এমন দিনে তার একটু পায়ের ধূলো নাও।"

অভয়া দরজার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল, যে বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দ্বারের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বসু মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

বসু মহাশয় একবার দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইটা বুঝি দীনুর পরিবার। তা যাই বলো বাপু কাজটা কিন্তু তোমাদের একেবারেই ভালো হয়নি,— আমি এমন করে পোষাক টোষাক এটে বিয়ে কর্ত্তে এলুম আর তোমরা সবাই মিলে জোট পাট করে আমায় কি না এমনি ঠকানটা ঠকিয়ে দিলে। তা তোমাদেরই বা দোষ

দিই কেন,—আমার নাতিটিও বড় দেখ্‌ছি কম নয়.—চিরকাল বলে এলেন বিয়ে কর্ব্বেন না আর যেমন একটু ফাঁক পেয়েছেন আর অমনি মালাটা বদ্‌লে বসেছেন। ভায়া কাজটা তোমার একেবারেই ভালো হয়নি। আমার আশায় এমন করে বাদ সাধা তোমার ঠিক উচিত হ'লো না।

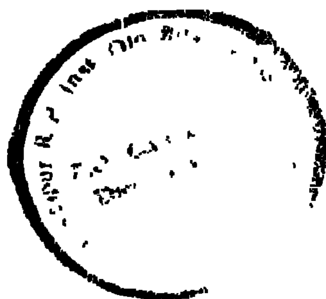
রসিক বলিল, "বড়কর্ত্তা,—আমি তোমার সাধ পুরিয়ে দিচ্ছি,—কেউ না তোমার গলায় মালা দেয় আমি তোমার গলায় মালা দিচ্ছি।"

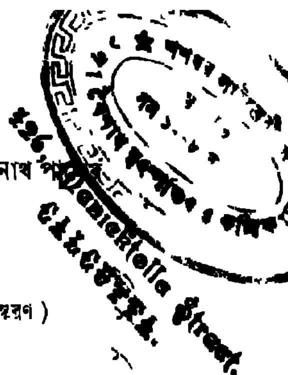
রসিক তাড়াতাড়ি এক ছড়া মালা আনিয়া বসু মহাশয়ের গলায় পরাইয়া দিল। সমবেত ললনাগণ চারিদিক হইতে উলুধ্বনি দিয়া উঠিল। বসু মহাশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হয়েছে,—বেশ হয়েছে। ভায়া তাহ'লে আমি এখন যাই,—তুমি তোমার শালি শালাজ নিয়ে বাসরে আনন্দ করো। কিন্তু কাজটা যে তোমার ভালো হ'লো তা ঠিক বলা যায় না।

অনিলকুমার ও সতীরাণী আবার তাহার দাদা মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিল,—রসিক বলিল, "চল বড় কর্ত্তা,—মেয়েরা বাসরে আনন্দ কর্ত্তে এসেছে তাদের সে আনন্দে আর বিঘ্ন দিয়ে কাজ নেই।"

"চল ভাই চল।" বসু মহাশয় ফিরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে আবার উলুধ্বনি পড়িল। বাসরের আনন্দ আবার নূতন প্রাণে পূর্ণানন্দে লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

(সম্পূর্ণ)





সর্ব্বজনপ্রিয় সুলেখক শ্রীযতীন্দ্রনাথ পা...

পুস্তকাবলী

১।	পাষাণে প্রাণ (ছাপা নাই)	
২।	বিয়ের হাসি (সুরঞ্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
৩।	রঙ্গ-বারিধি	১৲
৪।	কুলবধূ (দ্বিতীয় সংস্করণ	১৲
৫।	সতীর স্বর্গ	১।০
৬।	মিলন	১৲
৭।	ঘরের লক্ষ্মী	১॥০
৮।	সঙ্গিনী (নারীনীতি)	১৲
৯।	একে-আর (মনোমোহনে অভিনীত)	।৵০
১০।	বিয়ের ক'নে	১॥০
১১।	বঙ্গবালা	১॥০
১২।	বিধির বিধি	১।০
১৩।	কালের কোলে	১৲
১৪।	গৃহ বিচ্ছেদ	২৲
১৫।	প্রলোভন	১৲
১৬।	সতীরাণী	১৲
১৭।	ধর্ম্ম পত্নী	২॥০
১৮।	মাতৃহারা	১৲
১৯।	সমাজ-বিপ্লব	।০